প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

এপ্রিল
১৯১৭

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

উপহার

পরিচয়

রাণা প্রতাপ	...	মেবারের রাণা
আকবরশা	...	দিল্লীর সম্রাট্
সেলিম	...	শাহজাদা
মানসিংহ	...	অম্বরের মহারাজ
অমরসিংহ	...	প্রতাপের পুত্র
শক্তসিংহ	...	প্রতাপের ভ্রাতা
সাগরজী	...	ঐ
পৃথীরাজ	...	বিকানীরের মহারাজার ভ্রাতা [দিল্লীর নজরবন্দী]
মান্না	...	ঝালরের অধিপতি
মহব্বৎখাঁ	...	সাগরজীর ধর্ম্মত্যাগী পুত্র
ভামশা	...	মেবারের বৃদ্ধ মন্ত্রী
মীরজাখাঁ	...	সম্রাটের অভিভাবক বৈরামখাঁর পুত্র
জগৎসিংহ	...	মেবারের সামন্ত সর্দার
অখিল	...	ঐ
শঙ্কর	...	চারণ
আলী ইমাম	...	জনৈক ইমাম
পীরখাঁ	...	জনৈক উলেমা

চারণ বালকগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি—

———

প্রতাপসিংহ

প্রথম দৃশ্য

বেলা প্রহরাতীত। উদয়-সাগরের উচ্চ তীরভূমির সান্নিধ্য চত্বরে মনোরম চন্দ্রাতপ টাঙানো, তাহার নীচে মহার্ঘ আসনে মহারাজ মানসিংহ উপবিষ্ট। স্বর্ণপাত্রে নানাবিধ আহারের উপকরণ তাঁহার সম্মুখে পরিবেষণ করা হইয়াছে। কুমার অমরসিংহ এ সম্মানিত অতিথির সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য সম্মুখে দণ্ডায়মান। অদূরের তরুচ্ছায়ায় বসিয়া মেবারের বৃদ্ধ চারণ শঙ্কর গাহিতেছিল,—

কি আর গাহিব গান ?
কণ্ঠে জড়ায়ে ক্রুদ্ধ নাগিনী
রুদ্ধ করেছে—
সব রাগিণী,
হল হৃদি-গীতিকার চির অবসান।
হে ভারত অতীত !
নীরব তব সামগীত
নীরব বাঁশীর তান

মান। তোমাদের আতিথেয়তার প্রাচুর্য্যে অভিভূত হয়ে পড়েছি অমর! এত কেন? [ইষ্টদেবতার উদ্দেশে আহার্য্য নিবেদন করিয়া হঠাৎ থামিয়া যাইয়া বলিলেন]—এ্যাঁ? কৈ? তোমার বাবা এলেন না যে? তাঁকে ডেকে নিয়ে এস ত অমর!

অমর। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান

শঙ্কর গাইল,—

শোনে নি, শোনে নি,
তারা শোনে নি সে গান,—
উদার মহান্।
শোনে নি শ্রবণে,
পায় নি স্বপনে,
জানে নি পরাণে
সে মহামহিম তান।
প্রতীচী তখনও ঘুমে অচেতন,
তাতার যাপিছে বন্য জীবন,
বিশাল চীন
তখনও অচিন
বাজিল যে দিন
নারদের বীণ
কাঁপায়ে দূর বিমান।

[অমরসিংহের প্রবেশ]

মান। তোমার বাবা বুঝি এলেন না অমর?

অমর। আজ্ঞে না। তিনি অসুস্থ।

মান। অসুস্থ?

অমর। হাঁ। বড়ই অবসন্ন হয়ে পড়েছেন,—চিরদীপ্ত তাঁর চোখ দুটি ম্লানদৃষ্টি তুলে আকাশের পানে নিবদ্ধ। ডাকলেম,—কোন উত্তর নেই।

মান। তাঁর এ অসুখের কারণ বোধ হয় আমি অনুমান করতে পাচ্ছি। তুমি আবার যাও অমর! বল তাঁকে,—আমার বিশেষ অনুরোধ, তিনি যেন একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন।

অমর। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান

মান। এত নির্ব্বোধ আমি নই রাণা!

শঙ্কর গাইল,—

দিকে দিকে করি অভিযান,
যবে বাজালে ভারত
বিজয়-বিষাণ।
ছিল কোথায় তাতার
হুন ইয়ুনান,
ধ্বনিল যবে ভগবান পাঞ্চজন্য,
ধরিল ভীষ্ম
ভীম হস্তে ধনুর্ব্বাণ?

[অমরসিংহের প্রবেশ]

মান। কৈ অমর? তোমার পিতা এলেন না?

অমর। তাঁর কঠিন শিরঃপীড়া। নিতান্ত কাতর হয়ে শয্যায় এলিয়ে পড়েছেন, চোখের দুটি কোটর বেয়ে অবিরল অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। বার বার ডাকলেম, কোন সাড়া দিলেন না।

মান। তোমরা কি আমাকে একটা দুগ্ধগন্ধী বালক মনে করেছ?

অমর। আজ্ঞে,—তা কেন?

মান। 'ককেশাস্' গিরি-শিখরের তুষার-স্তূপে যে আগুন লাগিয়েছে, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ নয় অমর! তোমার পিতাকে যেয়ে বল,—পীড়ার মিথ্যা ভান করবার তাঁর কোনও প্রয়োজন নেই। তোমাদের অযাচিত অতিথি আমি আজ, আমার বিশেষ অনুরোধ,—তিনি যেন একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। দুটি দরকারী কথা তাঁকে আমার বলবার আছে।

অমর। আমি আবার যাই তবে?

মান। হাঁ যাও। তাঁকে ডেকে নিয়ে এস। মুহূর্ত্তের জন্য এলে তাঁর পীড়া তেমন কিছু বাড়বে না বোধ হয়।

অমর। কি জানি?

মান। আমি জানি। তুমি যাও।

অমর। এখনই যাচ্ছি।

মান। যাও। তিনি না এলে আমার খাওয়াই হবে না।

[অমরের প্রস্থান

শঙ্কর গাইল,—

কাঁদ কাঁদ অবিরত
অবনত হে ভারত!
নত আজি তব উন্নত শির।
জ্বলিবে জ্বলিবে অনন্ত তুষার
তুলি' হাহাকার,
লুটিবে লুটিবে
হয়ে ছারখার
শিখর ঐ হিমাদ্রির।
কে বুঝিবে তব মরম-কথা?
কাহাকে জানাবে অন্তর-ব্যথা?
হিম হয়েছে তপ্ত রক্ত
আজি সব ধমনীর।

মান। চারণ, চারণ, তুমি কি গান গাইছ?

[যখন রাণা প্রতাপ প্রবেশ করিলেন তখনও গান থামে নাই]

প্রতাপ। গান ত গাইছে না মহারাজ! একটা গভীর আর্ত্তনাদ সঙ্গীত হয়ে চারণের বুক ফেটে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু এ কি? ঠাঁর

বসে আছেন মহারাজ? আহারের কোন উপকরণ স্পর্শও যে করেন নি দেখছি!

মান। আপনার অপেক্ষায় বসে আছি। আপনি নিজেও আহারে বসবেন। তারপর আপনার পাত্র হতে রাজপুতের শ্রেষ্ঠ সম্মান "তুনা" বিলিয়ে দেবেন, তবে আহার করব! আপনি আমায় সেই "তুনা" দেবেন না মহারাণা?

প্রতাপ। মহারাজ! দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত আপনি,—কোথায় সে সুদূর শোলাপুর আর কোথায় এ কমলমীর! দুস্তর বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এসেছেন। কেন অকারণ আমার অপেক্ষায় বসে আছেন? হঠাৎ বড়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছি আমি। আহার করতে বসা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। ক্ষমা করুন।

মান। কিছুই ভাল বোধ কচ্ছেন না?

প্রতাপ। না।

মান। কিন্তু এই ত দণ্ডখানেক আগেও আমার সম্বর্দ্ধনা করে এলেন—তখন ত অসুখের কোন লক্ষণ দেখিনি?

প্রতাপ। চিকিৎসকেরা বলেন—শরীর ব্যাধির মন্দির। কখন যে কি হয়, কিছুই বলা যায় না।

মান। মহারাণা! শোলাপুরের ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্র হতে যে বিজয়ীর রক্ততিলক পরে সদ্য ফিরে এসেছে, তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছলনা করা কি সম্ভব?

প্রতাপ। প্রভু-সেবার সাফল্য গৌরবে আপনার অন্তর ভরপুর, তাই পীড়িত জনের সত্যবাক্যও ছলনা বলেই মনে হচ্ছে।

মান। আপনি যে সত্যই পীড়িত, বহুদিন হতে তা আমি জানি। —রাজবারার কুলাঙ্গারদের ব্যবহারে আপনার মস্তকে যে জ্বালা ধরেছে,

তা আমার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু জীবনের একটা অতি অশুভ মুহূর্ত্তে যে ভুল করে ফেলেছি, তা সংশোধন করবার এখন ত আর উপায় নেই! আপনি যদি এ অধঃপতন হতে আমায় টেনে না তোলেন, কার পানে চেয়ে হাত বাড়াব? মোগলের উচ্ছিষ্ট-স্পর্শে এ রাজবারার প্রায় সমস্ত রাজপুতই অপবিত্র; বাপ্পা রাওলের যোগ্য বংশধর একমাত্র প্রতাপ, প্রজ্বলিত পাবক-শিখার মত উর্দ্ধশিরে দণ্ডায়মান; তিনি যদি আমায় শুদ্ধ না করেন, কার দুয়ারে ধর্ণা দেব মহারাণা?

প্রতাপ। দীর্ঘদিন মোগলের পরিচর্য্যা করেও বোধ হয় মহারাজ বিস্মৃত হন নি যে, মেওয়ারের রাণা সূর্য্যবংশীয় আর আর্য্যরক্তের উত্তরাধিকারী?

মান। বিস্মৃত হই নি বলেই ত রাজপুতানার কারও দিকে না তাকিয়ে মেওয়ারের রাণার কাছে ছুটে এসেছি। আমার সে আভিজাত্য গৌরব ক্ষুণ্ণ করেছি শুদ্ধ রাজপুতানার প্রলয় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পানে চেয়ে। একটা তুচ্ছ জাত্যভিমানের মোহে মত্ত হয়ে আমি যদি দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের জন্য অগ্রসর না হতেম, তাহলে রাজপুতানার উপর দিয়ে একটা রক্তাক্ত প্রলয়ের ঝড় বয়ে যেত।

প্রতাপ। নয়ন-যুগল তুলে একবার চিতোরের পানে চেয়ে দেখবেন কি মহারাজ?—পুষ্পবিভূষণা, শ্যামা, কানন-কুন্তলা, সৌন্দর্য্যের স্বপ্নময়ী দেবী,—স্বর্গাদপি গরীয়সী মা আমার! আজ তার সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রভাত, চিতাধূমের অপ্রসন্ন বিষণ্ণতার মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন;—তার মঞ্জুল কুঞ্জে আর শ্যামা ডাকে না, উদ্যানে ফুল ফোটে না, প্রান্তরে হরিৎ দূর্ব্বাদলের আর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যের সমারোহ নেই!—সর্ব্ব সৌভাগ্য-লুন্ঠিতা একটা বিগলিত-শ্রী বিধবা! বুক ফেটে আর্ত্তনাদ করে ওঠে না মহারাজ? এ কি প্রলয়ের ঝড়, না মোগল প্রসাদের পুষ্পবৃষ্টি?

[বলিতে বলিতে প্রতাপ কাঁদিয়া ফেলিলেন]

মান। সে জন্যেই ত বলবানের সঙ্গে দ্বন্দ্বে না যেতে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করাই সমীচীন।

প্রতাপ। কে বলবান্ মহারাজ? মুষ্টিমেয় মোগল? রাজবাবায় আপনার মত পাঁচটি লোক যদি এক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে মোগল-শক্তি এক ফুৎকারে কোথায় শুষ্ক তৃণের মত উড়ে যায়! তাদেরে ভয় করে, কন্যা ভগ্নীকে তাদের সঁপে দিয়ে আত্মরক্ষা করব? হায় মহারাজ! আপনার মত দুর্দ্ধর্ষ বীরের কাছ হতে এমন হীন উক্তি কখনও প্রত্যাশা করিনি। দাসত্বের অর্থ কি সৌহার্দ্দ্য?

মান। আপনি যাই বলুন,—যে দ্বাদশবর্ষীয় বালক একদিন তার বলিষ্ঠ বাহুর অসির আঘাতে দিল্লীর পাঠান-সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করেছে, পরিণত বয়সে তার শক্তি এক বিন্দু ক্ষয় হয়নি।

প্রতাপ। পাঠান-সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার ইতিহাস মহারাজ কি ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হয়েছেন? সে ধ্বংস মোগল বালকের বাহুবলে, না পাঠানদের আত্মকলহে?

মান। তা যাক্‌গে। অমরকোটের মরুপ্রান্তরে সম্রাট্ আকবরের জন্মনক্ষত্র তাঁর ললাটে ভারতের যে রাজটীকা অঙ্কিত করে দিয়েছে, তা শত চেষ্টা করেও কেউ মুছে ফেলতে পারবে না।

প্রতাপ। সুতরাং সুবোধ সেবকের মত তাঁর পদসেবা করাই সকল ভারতবাসীর একমাত্র কর্ত্তব্য।

মান। আপনি ব্যঙ্গ করতে পারেন, কিন্তু তিনি যে মহানুভব, সব ধর্ম্ম, সমস্ত জাতির প্রতি তাঁর যে অসীম উদারতা, এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবেন না।

প্রতাপ। চিতোরের চিতাভস্মের উপর দাঁড়িয়ে তা কি পারি? মহারাজ বোধ হয় জানেন, চিতোরের এ তৃতীয় উৎসাদনে যে সব

রাজপুত বীর দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁদের উপবীতের পরিমাণ সার্দ্ধ চুয়াত্তর মণ হয়েছিল? আপনার মহানুভব সম্রাটের এ মর্ম্মঘাতী মহত্ত্ব জগৎ চিরদিন উচ্চ কণ্ঠে কীর্ত্তন করবে, তিনি সব ধর্ম্মের প্রতি উদার বলেই বোধ হয়,—চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দির চূর্ণ করে, তার চারুদর্শন দীপ-বৃক্ষটি, তাঁর নব-গঠিত নগরী "আকবরাবাদের" শাহী মসজিদে রোশনাই জ্বালাবার জন্যে লুণ্ঠন করেছেন?

মান। প্রতিদ্বন্দ্বী দল যখন পরস্পর যুদ্ধে মেতে যায় তখন হৃদয়ের ঔদার্য্য বিসর্জ্জন দিয়ে বিজয়-বাসনায় উভয়ে যে মত্ত হয়ে যায়, একথা অবশ্য মহারাণা স্বীকার করবেন। সংগ্রাম-সময়ের দু'চারটে ঘটনা দিয়ে পরম পরধর্ম্মসহিষ্ণু মহামহিম সম্রাট্ আকবরের মহিমার বিচার করা চলে না।

প্রতাপ। কৈ মহারাজ?—আপনার পরধর্ম্মসহিষ্ণু মহামহিম সম্রাট্, তাঁর স্বধর্ম্মীদের কল্পস্থায়ী কীর্ত্তি—কোটি কোটি হিন্দুর ভক্তিস্নাত ঐ সোমনাথ মন্দিরের বিধ্বস্ত প্রস্তর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কখনও কি হাত বাড়িয়েছেন?—ফেলেছেন কি একটা দীর্ঘশ্বাস, আর্য্যদের অতুল জ্ঞান-ভাণ্ডার,—হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতার জ্যোতির্ম্ময় নিদর্শন,—বিক্রমশীলার বিদ্যাপীঠ ও ওদন্তীপুরীর বিশাল গ্রন্থাগারের ভস্মরাশির পানে চেয়ে?

মান। আপনি সম্রাট্ আকবরকে সম্যক্ জানেন না।

প্রতাপ। জানি, জানি মহারাজ! হিন্দুর মন্দির-বেদিকার উপর তাঁর রচিত ঐ স্পর্দ্ধিত "মসা"গুলির পানে চেয়ে তাঁকে জানবার কি কিছু বাকি আছে? তিনি এক মুঠোয় স্বর্ণ "আশরফি" ও অন্য মুঠোয় শাণিত সমসের আর মুখে সার্ব্বজনীন প্রেমের প্রলাপ-বাণী নিয়ে, হিন্দুস্থানের যে মহিমা এখনও উন্নত, যে মস্তক এখনও অবিক্রীত, তাকে নত বা ক্রয়

করবার জন্যই অভিযান আরম্ভ করছেন! আর শর্করার শকটবাহী যণ্ডের মত অনেক সম্মানিত রাজপুত-পুঙ্গব মোগলের অর্দ্ধচন্দ্র-চিত্রিত পতাকা ঘাড়ে নিয়ে নিজের গোষ্ঠীরক্তে চরণ-পাদুকা রঞ্জিত করে সম্রাটের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটে চলেছেন!

মান। মহারাণা! এ হীন ইঙ্গিত কি আপনি—?

প্রতাপ। কাণ্ড দেখে চোখে জলও আসে, আগুনও ছোটে। যাক্, অরণ্যে এ রোদন! আমায় মার্জ্জনা করুন মহারাজ! আমি উন্মাদ, আমি দিশেহারা। অযথা বকে বকে বিলম্ব করে ফেলেছি, আপনি আহার করে আমায় কৃতার্থ করুন।

মান। সত্যই আপনি উন্মাদ ; নৈলে জনপ্রিয় সম্রাট্ আকবর সম্পর্কে এমন বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করতেন না।

প্রতাপ। আপনি ভুল কচ্ছেন মহারাজ! সম্রাট্ আকবরের উপর কণামাত্র বিদ্বেষ আমার নেই, বরং আমি তাঁর গুণগ্রাহী ; তিনি কৌশলী, প্রজ্ঞাবান্, প্রখর চক্ষুষ্মান্!—রাজপুতানার কোন্ নৃপতির বুকে স্পন্দন ক্লীবতায় ঝিমিয়ে পড়ছে, তিনি দিল্লী হতে তা অনুভব করতে পারেন। তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি ত সব রকম উপায়ই অবলম্বন করবেন। আমার ঘৃণা হয় সে স্বার্থপরদের উপর, যাঁরা নিজের সৌভাগ্য-বৃদ্ধির জন্য কন্যা ভগ্নীকে পণ্য করে আকবরের সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করেছেন! জীবনের শ্রীভ্রষ্ট দিনে মানুষ এমনি করেই মহত্ত্বকে পদাঘাত করে।

মান। মহারাণা প্রতাপসিংহের নিকট হতে অতিথির প্রতি এমন অবজ্ঞাপূর্ণ ইঙ্গিত কখনও প্রত্যাশা করিনি। একটা ধ্বংসাবশেষ জনপদের নগণ্য রাজন্যের এত স্পর্দ্ধা কেন?

[সর্দ্দার জগৎসিংহের প্রবেশ]

জগৎ। সত্য বলেছেন মহারাজ! নগণ্যই ত বটে।—দিল্লীশ্বরের

বেত্র-চালিত সহস্র গড্ডালিকার মধ্যে মহারাণা প্রতাপসিংহকে গণনা করা যায় না।

মান। এ্যাঁ! আত্যভিমানে প্রতাপসিংহ কি আজ এতই মদমত্ত যে হীন চাটুকার লেলিয়ে দিয়ে অম্বরাধিপতির অবমাননা করতে দ্বিধা করেন না!

জগৎ। চাটুকার বলে আমায় গাল দিয়ে গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে নিন মহারাজ! ক্ষুব্ধ একটুকুও হচ্ছি না। যিনি তুর্কীর করে ভগ্নীকে অর্পণ করেছেন, সম্ভবতঃ তাঁদের সঙ্গে এক শানকীতে পলাণ্ডুবাসিত পলান্ন গলাধঃকরণ করে এসেছেন, আজ কোন্ স্পর্দ্ধায় তিনি শিশোদীয় কুল-তিলকের জাতি মারতে আসেন?

মান। তুর্জ্জয় সিংহকে কায়দায় পেয়ে অনবরত খোঁচা মারার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই প্রতাপসিংহ! এ অপমান,—অর্ব্বাচীনের এ ঔদ্ধত্য মানসিংহ নিতান্ত নীরবে মাথা পেতে নেবে মনে কর? ইতর! নরাধম! নীচ!—

প্রতাপ। মহারাজের এ সুমধুর ভাষা কি দিল্লীর আমদানী? প্রতাপ ইতর, নরাধম হতে পারে, কিন্তু অতিথির কথা দূরে থাক, একটা অবাঞ্ছিত জনেরও অবমাননা করবার অপবাদ আপনার প্রভু দিল্লীশ্বরও দিতে পারবেন না। আপনিই বরং সে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন আজ। মনে করেছিলেন দিল্লীর শস্ত্রশালার ঝনঝনা শুনে আমি সন্ত্রস্ত; এ কারণে দিল্লীশ্বরের নবীন আত্মীয়কে, সমস্ত আচার-নিষ্ঠা আভিজাত্য বিসর্জ্জন দিয়ে আমি পরম আগ্রহের সহিত বরণ করব! আপনার নিশ্চয় জানা উচিত ছিল যে,—মোগলের উচ্ছিষ্টভোজীর করপুট বাপ্পারাওলের বংশধর প্রতাপের কাছে অস্পৃশ্য।

মান। বেশ। বুভুক্ষু মানসিংহ ইষ্টদেবের উদ্দেশে যে অন্ন উৎসর্গ

করেছে তাই উষ্ণীষে তুলে নিচ্ছে। [অন্ন কয়টি উষ্ণীষে রাখিলেন।] আজ এ অভিশপ্ত স্থানেই মেওয়ার-অম্বরের চির-সৌহার্দ্যের সমাধি হল। আগুন জাল্‌লে প্রতাপ! পুড়ে মরতে দেরী নেই।

[উঠিয়া দাঁড়াইলেন

প্রতাপ। অম্বরের আয়ুধাগার মোগলের পদতলে উৎসর্গিত; তাদের কাছ হতে দু' একটা বন্দুক ভাড়া করে নিয়ে আসবেন মুখোমুখি দেখা হবে।

জগৎ। নূতন বোনাইকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

[মানসিংহ চলিয়া যাইতেছিলেন, জগৎসিংহের বাক্যে রক্তনেত্রে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, চোখ দুটি ফুটিয়া যেন অগ্নি ছিট্‌কাইয়া পড়িল। অস্বাভাবিক স্বরে ডাকিয়া উঠিলেন,—

মান। প্রতাপ! প্রতাপ! সাবধান!

[প্রস্থান

প্রতাপ। জগৎ, ভাঙ্গীকে ডেকে নিয়ে এসত, এই সব অপবিত্র স্বর্ণপাত্র নিয়ে যাক; এই অশুচি স্থানটায় গঙ্গা-জলের ছড়া দেওয়ার জন্য 'বারি'কেও পাঠিয়ে দিও!

জগৎ। যে আজ্ঞে!

[প্রস্থান

[শূন্য প্রেক্ষণে প্রতাপ দিক্‌চক্রবাল-পানে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

প্রতাপ। মা! মা! এল তব,—

কাল বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা।
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ় ফণা

মৃত্যু আসি দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাব মানা।
এই ত মা তোর আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

শঙ্কর গাইল,—

গগনে সঘনে গরজে অশনি,
ঝলকে ঝলকে অনল হানি'।
নাচো মা জননী!
নাচো মা পাষাণী!
নাচিয়ে তোমার কৃপাণখানি।
ধাঁধিয়ে তোল তামস রজনী।

[মন্থর পদক্ষেপে প্রতাপ চলিয়া গেলেন, শঙ্কর তাঁহার অনুসরণ করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

শরতের নবীন প্রভাতে উদ্যানের একটা শ্যাম চত্বরে গৈরিকাম্বর-পরিহিত কয়েকটি চারণ বালক ভারতবর্ষের একখানা মনোরম মানচিত্র ফুল-পল্লবে, প্রস্তরে কঙ্করে রচনা করিয়া তাহার সম্মুখে যোড় করে, নতজানু হইয়া গান ধরিয়াছে; তাহাদের অসমাপ্ত গানের মধ্যে চারণ শঙ্কর অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধচিত্তে গান শুনিতে লাগিলেন,—

নমো নমো ভারতবর্ষ, নমো ভগবান্!
তব বন্দনারত
নিখিল জগৎ
বিশ্ব-বন্দিত
হে ভারত!
তোমারি পূজায় সফল করিব প্রাণ।

রবি শশী সপ্ত ঋষি
কত দীর্ঘ দিবানিশি
করিল তোমায় আকুল আহ্বান ;
ভেদি' মহাসিন্ধুর তরঙ্গ রাশি
যবে উঠিলে উদ্‌ভাসি'
নিয়ে নিখিল বিপুল প্রাণ
স্বরগে স্বরগে হল শুভ শঙ্খনাদ,
এল অলকার আশীর্ব্বাদ
দেব কণ্ঠে তুলি জয়গান।
নমো নমো ভারতবর্ষ, নমো ভগবান্।
সন্তান তব শঙ্কর বুদ্ধ,
ঊর্দ্ধে তোমার শুভ্র শির,
বক্ষ জুড়িয়া পুণ্যদায়িনী
উথলি বহিছে অমৃত নীর।
মুখরি মুগ্ধ যমুনাতীর
মুরারি বাজাল মুরলী
তুলিয়া মধুর তান।
নমো নমো ভারতবর্ষ, নমো ভগবান্।
মহিমা তোমারি
রবে না, রবে না, রবে না সুপ্ত,
হবে না লুপ্ত,
আসিবে আবার চণ্ড অশোক,
আসিবে চন্দ্রগুপ্ত,
আসিবে আবার বাপ্পা, পুত্ত
বাজায়ে বিজয় বিষাণ।
নমো নমো ভারতবর্ষ, নমো ভগবান্!

শঙ্কর। এমনি করে পূজা কর, এমনি করে ভালবাস এ ভারতবর্ষকে।—ধ্রুব-প্রহ্লাদ-বুদ্ধ-বাল্মীকি-সেবিত, মাধব-মুরলী মুখরিত এ ভারতবর্ষই তোমাদের ভগবান্,—তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। প্রার্থনা কর আকুল প্রাণে,—আবার যেন তার সুসন্তানেরা শ্মশান হতে ফিরে আসে, আবার যেন পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষে তার পুণ্য-সলিলা স্রোতস্বতীর জলতরঙ্গ উন্মাদ হয়ে ওঠে।

প্রঃ বালক। প্রার্থনায় প্রার্থনায় আকাশ আলোড়িত করলেও কি প্রভো, আবার ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বুদ্ধকে ফিরে পাব? বৃন্দাবনের সে ব্যাকুল বাঁশীও কি তার উন্মাদ রাগিণী তুলে যমুনাকে আকুল করবে?

শঙ্কর। থাকুন বুদ্ধ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ স্বর্গের দেবতা হয়ে স্বর্গে, এ মর্ত্ত্যে আজ তাঁদের কোন প্রয়োজন নেই; বৃন্দাবনের সে বাঁশীও বৈকুণ্ঠকে ব্যাকুল করে বৈকুণ্ঠেই থাক্; যমুনার তীরে সে মোহন-তানের আবশ্যকতার হয়ে গেছে অবসান। আসুক এখন পুনঃ পুনঃ পাঞ্চজন্যের ভৈরব নির্ঘোষ তুলে পরমপুরুষ পার্থসারথি, আসুক গাণ্ডীবধন্বা দুর্দ্ধর্ষ বীর অর্জ্জুন, এ ঘোর সঙ্কটে আসুক একটা বিশ্বত্রাস প্রলয় নিয়ে প্রচণ্ড পরশুরাম, আসুক কলিঙ্গবিজয়ী দুর্দ্দান্ত দানব অশোক, আসুক চন্দ্রগুপ্ত প্রতিহিংসার প্রদীপ্ত পাবক চাণক্যকে সঙ্গে নিয়ে।

দ্বিঃ বালক। একি বিদ্রোহী কথা তোমার মুখে প্রভো?

শঙ্কর। হাঁ বৎসগণ! এ আসন্ন দুর্দ্দিনে তোমরা অহিংসার মন্ত্র-সাধক, কোমল-প্রাণ বুদ্ধদেবের আগমন প্রতীক্ষায় থেক না; এ রক্ত স্নাতা ধূ-ধূ প্রেতভূমিতে কে শুনবে জীবপ্রীতির প্রেমগান? কার প্রাণ গলাবে বৃন্দাবনের বিনোদ বাঁশীর তান? এ সূর্য্য-করোজ্জ্বল শান্ত প্রভাতের পশ্চাতে পুঞ্জিত হয়ে উঠছে প্রলয়-প্রদোষের ভীম প্রভঞ্জন। আর কি নির্ম্মেঘ নীল শারদ আকাশে জ্যোৎস্নার সমারোহ আসবে?—

[সাগরজীর প্রবেশ]

সাগর। তাই এ রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই শ্রেয় চারণ!

শঙ্কর। পালিয়ে কোথায় যাবেন?

সাগর। যেখানে শুধু সূর্য্য-করোজ্জ্বল প্রভাত, আর জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী,—যেখানে ভীম প্রভঞ্জনের আশঙ্কায় মানব ভীত নহে।

শঙ্কর। সে কোথায়? আপন মাতৃবক্ষ হতে এ জগতে নিরাপদ স্থান কোথায়?

সাগর। ঊষর মাতৃবক্ষে বৃথায় স্তন্যের আশায় অপেক্ষা না করে, যেখানে অযাচিত অমৃতের পূর্ণপাত্র অধর-সংলগ্ন করে সৌভাগ্য উদ্যত হস্তে আহ্বান কচ্ছে, সে সুনিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যে আশ্রয় নেওয়াই ত সমীচীন।

শঙ্কর। কেন মাতৃবক্ষ ঊষর হল? কি নিদারুণ উত্তাপে এমন স্তন্যদায়িনী মা আমার রিক্তধারা?

সাগর। চারণ! আমি তোমার মত কবি নই, দাদার মত নিশিদিন কল্পনারাজ্যেও বিচরণ করি না। আমি বাস্তবের উপাসক। যা ধ্রুব, যা সত্য, তাকে পায়ে ঠেলে শূন্যে প্রাসাদ গড়্‌বার স্বপ্ন আমি দেখি না।

শঙ্কর। স্বপ্ন ত দেখেন না, বাস্তব দেখবারও কি চোখ আপনার আছে?

সাগর। আমার খুব আছে। বরং তোমরাই চোখ থাকতেও অন্ধ। দেখ,—অম্বরের ঐ অম্বরস্পর্শী শুভ্র সৌধশ্রেণীর পানে একবার নয়ন বিস্ফারিত করে চেয়ে দেখ, আর দেখ ঐ চিতাধূমাচ্ছন্ন চিতোরের ভগ্নাবশেষের পানে! উভয়ের মধ্যে এত পার্থক্য কেন?—শুদ্ধ তুচ্ছ একটা স্বাধীনতার সম্মানের জন্য,—একটা রিক্তগর্ভ আত্মগরিমার জন্য।

স্বাধীনতার একটা অলীক স্বপ্নে আজ যদি ভোর হয়ে না থাকতে, অম্বরের মত চিতোরেরও গিরিশিখর ও পরিত্যক্ত প্রান্তর সমুজ্জ্বল করে মর্ম্মর প্রাসাদশ্রেণী বালার্ক-কিরণে আজ ঝক্‌মক্ করে উঠত। দিল্লীর সঙ্গে সম্মানাস্পদ সৌহার্দ্দ্য-বন্ধনকে উপেক্ষা করে শুদ্ধ একটা স্বাধীনতার মোহে এতটা দুঃখ, এতটা লাঞ্ছনা মাথা পেতে নেওয়ার মত মূর্খতা কি আর আছে?

শঙ্কর। সৌহার্দ্দ্য-বন্ধন? কথাটি শুনতে বেশ। কিন্তু জানবেন, —বন্ধনের শৃঙ্খল সৌভাগ্যের স্বর্ণ দিয়ে গঠিত হলেও সে বাঁধবেই, মুক্তি দেবে না। যাক্, আপনার সঙ্গে তর্ক বৃথা। মহাত্মা বাপ্পারাওলের বংশধরের এ দাস-মনোভাব দেখে তর্ক করবার শক্তি ত আমার স্তব্ধ হয়ে গেল! হায় মা, জননী জন্মভূমি! এমন কুলাঙ্গারদের কোলে নিয়ে তুমি সন্তান-সৌভাগ্যের গর্ব্ব কর মা?

সাগর। অনুশোচনার কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের জননী জন্মভূমির এ জ্বলন্ত শ্মশান হতে স্বেচ্ছায়, সানন্দে আমি নিজেকে নির্ব্বাসিত কচ্ছি। শ্মশান-শয্যায় শুয়ে শুয়ে তোমরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখ চারণ! যদি নয়ন মেলে চাইতে পার,—দেখবে, মোগলের কামানের অগ্নিদাহে তোমাদের স্বপ্নরাজ্যের স্বাধীনতার ঝাণ্ডা পুড়ে ভস্মশেষ, আর তার দণ্ডতলে শবাকীর্ণ একটা বিরাট ভয়াবহ পিশাচ-ক্ষেত্র। নির্ব্বোধ! —নির্ব্বোধ!—ভবিষ্যৎ দেখে না,—শুধু অতীতের পানে ফিরে ফিরে চায়।

শঙ্কর। যারা অতীতকে দেখতে জানে, তারা ভবিষ্যৎও দেখে। অন্ধ অতীতও দেখে না, ভবিষ্যৎও দেখে না। যান, যান,—মোগলের চরণ চারণ-চক্রবর্ত্তী হয়ে থাকুন গে। চোখে মরীচিকার মোহ যখন লেগেছে, তখন তার পশ্চাৎ ছুটতেই হবে।

সাগর। মিথ্যা মৃগ-তৃষ্ণিকায় তোমরাই ঘুরে মরছ। নৈলে দিল্লীশ্বরের এমন উদ্যত আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করতে না। যাই, দিল্লীর তাঞ্জাম-বাহকেরা আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

[প্রস্থান

শঙ্কর। মাভৈঃ! মাভৈঃ মা!—প্রতাপ আছে, প্রতাপ আছে! একনিষ্ঠ মাতৃপূজারী প্রতাপ আছে। যাক দূর হয়ে মাতৃদ্রোহী, দেশদ্রোহী যত কুলাঙ্গার। ভয় নেই, ভয় নেই, আমার প্রিয়তম মাতৃপূজারী বালকগণ! ডাক প্রাণ ভরে মা—মা—মা! ডাক—আকুল প্রাণে মা—মা—মা! মা-ই তোমাদের ধর্ম্ম, মা-ই তোমাদের মর্ম্ম—ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে—

[শঙ্কর গাইতে লাগিল, বালকগণও তাহাতে যোগ দিল,—

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী কমলা কমলদল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্!

[মানচিত্রখানির সম্মুখে সকলে মস্তক নত করিল]

তৃতীয় দৃশ্য

বেলা অপরাহ্নপ্রায়, দিল্লীর উপকণ্ঠস্থ পল্লীর পথ দিয়া দুইজন মোগল কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে পথ চলিয়াছে। তাহাদের একজনের নাম মনশুর, অপরের নাম ইরফান।

মন। আরে শুনা দোস্ত?—বাদশাহী বাবুর্চিখানামে আউর কভি গোস্ত পাকানা নেহি হোগা। স্রেফ্ পোস্তেকা ঢেড়ি, আউর রহড়কা ডাল, আউর থোড়া চাল। শাহানশাকা খানাকো এইসা হো গ্যেয়া হাল।

ইর। তব্ মেজ্‌বান সব্ খতম্?

মন। আরে ছোড় দেও ভেইয়া, মেজ্‌বান। মেজ্‌বান থাকে আভি হো যায়গা লবেজান।—কালিয়া, কোর্ম্মা, কাবাব—সবসে হো গ্যেয়া জবাব্। খালি চানা আউর ভুট্টা দানা, এই-স্সে আভি শাহীখানা। শাহানশা সাহেবকো মানা, ইয়ে মুল্লুক মে কুই বানানে নেহি সেকেঙ্গে গোস্ত দেকে খানা।

ইর। ইয়ে ক্যোয়া জবরদস্তি হুকুম? এৎনা জুলুম? মেরি আক্কেল গুড়ুম।

মন। জুলুম হোগা নেহি ইরফান্? ছাতুখোর কা মুল্লুক মারাবার! রাজা হরদম্ পিতে গাঁজা। উস্‌কা লেড়কী আভি বাদশেকো বেগম বন্ গ্যেয়ারা।

ইর। এঁ্যা! এ ক্যোয়া তাজ্জবকা বাৎ? তওবা! তওবা! ইরান, গুলস্থান বরবাদ? কেইস্যা কুব্‌সুরত বুল্‌বুল্ গুলস্থানকা গুলাব-বাগ্‌মে রোসনাই দেতে হুঁ, কেইস্যা সফেদ্ সফেদ্ পরী ইরানকা আশমান মে আশনাই করতে হুঁ! সব ছোড়কে, শাহানশাকা নজর গিরতা মারাবার পাহাড় মে? কোন গানেওয়ালা বুল্‌বুল্ হুঁইমে গজল চালাতে হুঁ? খালি চিড়িয়া চিল্ চিল্লাতে—

[তসবীমালা জপিতে জপিতে উলেমা পীরখাঁর প্রবেশ]

পীর। ইয়ে আল্লা! আপ্‌কো মেহেরবানিসে পয়দা ইয়ে জাহান বিলকুল জাহান্নামে যানেকো বকৎ আয় গেয়া।

মন। আদাব, আদাব, ছৈয়দ ছাহেব! তবিয়ৎ আচ্ছা হো?

পীর। আরে ক্যেয়া পুছিয়ে মেরি তবিয়ৎ? দেল্‌মে ক্যেইসা দরদ কিস্‌কো মে সমজায়েঙ্গে?

ইর। বাতায়ে মেহেরবানি কর্‌কে উলেমাজী দেল কাইকো এৎনা পেরেসান?

পীর। শুনা নেই ইরফান্? ক্যেয়া বেইমান দুনিয়াকা কাম! ইমানকা ডর নেই, গুণাকা ডর নেই। যো কাফেরকো আখেরতক্ সায়েস্তা করনে চাহিয়ে, ঐহি দুস্‌মনকা সাৎ শাহানশা আভি এৎনা প্যেয়ার জমায়া সো বাৎ কহনে সেভি গুণা হ্যায়।

ইর। উলেমাজী আপকো ক্যেয়া বোলেঙ্গে,—কাফেরকো লেড়কী আভি বেগম বন গেয়া।

পীর। স্রেফ্‌ বেগম? বাদশেকো হুকুমদার বন গেয়া, হুদ্দাদার বন গেয়া।

মন। মুস্কিল! মুস্কিল!

ইর। এইসান গোস্তাকী কাম চলনেছে ইয়ে হিন্দুস্থানমে ইসলামকা ইজ্জৎ বিলকুল বিগড় যায়গা।

পীর। ডরো মাৎ। মুস্কিলকা আশান আলবৎ করেঙ্গে হাম্।

ইর। দুনিয়াকা মালিক শাহানশা, আপ্‌লোক মালিক মস্‌জিদ্‌কা; আচ্ছা করকে ইয়ে বাৎ সম্‌জাকে দিজিয়ে। এইসা কাম নেহি চলেঙ্গা।

পীর। আল্‌বৎ সম্‌জায়েঙ্গে। বাদ্‌শা হোই ঔর বন্দা হোই, হামরা সাৎ বেইমানকা দুনিয়াদারি নেহি চলেঙ্গা। জেয়াদা জারিজুরি করেঙ্গে,

মসজিদমে থোৎবাভি বঁন্ধ্ করকে দেগা। কুই উলেমা, কুই মৌলবী বাদশাকা দেয়ো ওয়াস্তে ইয়ে মুল্লুককা কুই মস্‌জিদমে কাব্ ভি জেয়ারৎ নেহি করেঙ্গে।

মন। ইয়ে বাৎ শাহানশাকে ইয়াদ করকে দিজিয়ে উলেমাজী! এইসা দিন হরদম্ নেহি রহেঙ্গা; এন্‌স্তালকা রোজ আলবৎ আয়েঙ্গে। শাহী আচ্‌কান, চাপকান বিলকুল ছোড়কে কাফন ওরকে দাফনমে ঐহি রোজমে আলবৎ যানা হোগা।

ইর। সমজাইয়ে আচ্ছা করকে এইসা গুণাগারী দুনিয়াদারী চাল্‌নেসে, আথেরমে জেব্রাইল জেন্নতকা সড়ক ভি বঁন্ধ্ করকে দেঙ্গে।

পীর। আলবৎ। জুম্মা মসজিদমে ইয়ে রজব্ মহিনাকা তিসিরা তারিখমে যো জমায়েৎ হুয়া, উয়ে মজ্‌লিশমে বড়া মৌলানা হুকুম জারি কিয়া সব এলেমওয়ালা আদমী শাহানশাকা দরবারমে যাকে এতলা দেনা হোগা।

মন, ইর। বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! আরজ্‌সে যব্ কাম নেহি হোগা, থোড়া জবরদস্তি করনেসে ভি কুই হরজ নেহি হায়।

পীর। আলবৎ। আলবৎ। আভি চলিয়ে, পীর বদরকা দরগামে সাম্‌কো ওরস্ হায়। উঁহামে বাৎ চিৎ হোগা ফিন্।

ইর। চলিয়ে, চলিয়ে।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

সন্ধ্যার গৈরিক আভা তখনও দিক্‌চক্রবালে সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে। দিল্লীনগরীর প্রাসাদোপম একটা অট্টালিকার অলিন্দে বসিয়া শক্তসিংহ ও সাগরজী আলাপ করিতেছিলেন।

শক্ত। ছেলেটা শেষকালটায় সত্য সত্যই মুসলমানই হল ?

সাগর। এ সত্যের মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। এখন তার মোগ্‌লাই নাম মহব্বৎ খাঁ।

শক্ত। যাক্। তুমি বেঁচে গেলে ভাই! আমিও প্রাণ বাঁচিয়েছি বটে, কিন্তু প্রতাপের জন্যে চিন্তা হয়।

সাগর। পতঙ্গ যে অগ্নিশিখায় পুড়ে মরবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার কারণ কিছু জান দাদা ?

শক্ত। কবিরা বলেন,—রূপের মোহ।

সাগর। যারা কবি নয়, তারা বলে মরণের টান। দাদা, প্রতাপকে আজ সে মরণের টানে টান্‌ছে। মারবার, বিকানীর, অম্বর,—এ রাজপুতনার সমস্ত নৃপতির মস্তক মোগলের মণিময় শিরোপায় সমুজ্জ্বল, আর রিক্তসর্ব্বস্ব প্রতাপ, জানি না নাঙ্গা মস্তকে কোন্ অসম্ভব হিন্দু সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছে? বিকার—বিকার!—মরণোন্মুখ ব্যক্তির অন্তিম বিকার!

[মহব্বৎ খাঁর প্রবেশ]

মহব্বৎ। কিন্তু পিতা! প্রতাপের ঐ নগ্ন মস্তকের উপরই প্রত্যূষের রবিরশ্মি প্রত্যহ স্বাধীনতার স্বর্ণজ্যোতি প্রতিফলিত করে যায়; অম্বর-বিকানীরের যে শিরগুলি মোগলের শিরোপা পরে মোগল মসনদের তলে আশ্রয় নিয়েছে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের কোন অরুণভাতি সে লুণ্ঠিত শিরগুলিকে রঞ্জিত করে না।

সাগর। তোমার মুখে আজ আর স্বাধীনতার জয়গান শোভা পায় না পুত্র! তুমি হিন্দুর ধর্ম্ম ছেড়েছ, দেবতা ছেড়েছ,—আচার-নিষ্ঠা সবই তুমি ত্যাগ করেছ। তুমি ম্লেচ্ছ,—তুমি দুরাচার।

মহব্বৎ। আস্তে পিতা!—আস্তে। তোমার এ উচ্চ কণ্ঠস্বর হয়ত বাদশার খাস-মহলে প্রতিধ্বনি তুলবে।

সাগর। এঁ্যা! এঁ্যা! তাইত! কেউ শোনেনি ত? আমার কণ্ঠস্বর কি খুব উচ্চে উঠেছিল পুত্র?

মহব্বৎ। ভয় নেই পিতা! তোমার এ গর্জ্জন যে উর্ম্মিবিভঙ্গ সাগরের ভৈরব-কল্লোল নয়,—একটা পল্বল-জলাশয়ের বুদ্বুদ-স্ফোটমাত্র, তা অনুভব করবার ক্ষমতা সম্রাটের আছে।

সাগর। তুমি হিন্দুর জাত হারিয়েছ, এজন্যে আমার বড় দুঃখ হয়। —যার শিরায় শিরায় শিশোদীয় শোণিতধারা প্রবাহিত, সে যদি তুর্কী বলে পরিচিত হয়, তার চেয়ে লজ্জার বিষয় কি হতে পারে?

মহব্বৎ। লজ্জা না গৌরব? তুর্কীর চরণে মাথা লুটিয়ে দেওয়ার চেয়ে কি তুর্কী হওয়া বেশী লজ্জার কথা? কি দারুণ দুঃখে আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করেছি, তা যদি বুঝতে পিতা?

সাগর। বুঝে আর দরকার নেই, তোমাকে দেখলে আমার মাথায় জ্বালা ধরে।

মহব্বৎ। এত যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম কচ্ছ পিতা, ধর্ম্ম কি হিন্দুদের আছে?

সাগর। নাঃ,—হিন্দুদের নেই, আর ঐ তুর্কীদের আছে?

মহব্বৎ। তুর্কীদের আছে কিনা আমি এখনও ঠিক জানি না। তবে এইটুকু জেনেছি—তাদের ধর্ম্মে সার্ব্বজনীনতা আছে।—তারা এক মসজিদ-প্রাঙ্গণে বাদশা ও ফকির, ছৈয়দ ও নফর—এক মিলিত কণ্ঠে খোদার উদ্দেশে আহ্বান দেয়; এক উদার আলিঙ্গনে বক্ষে বক্ষে মিলিত

হয় ;—তোমাদের মত ছুঁৎমার্গের থুথু কোন স্বধর্ম্মীর মুখে তারা ছুঁড়ে মারে না।

সাগর। যাও, যাও। তোমার মত ধর্ম্মভ্রষ্ট ম্লেচ্ছের মুখে ধর্ম্মের বক্তৃতা শুনতে চাই না।

মহব্বৎ। না পিতা! তোমাকে যে ধর্ম্মের বক্তৃতা শোনাব, এতটা নির্ব্বোধ আমি নই। যাঁদের ললাটের চন্দনে মোগলের চরণ চর্চ্চিত হচ্ছে, ধর্ম্মের মর্য্যাদা কতটুকু তাঁদের,—আমার জানা আছে। ওঠ দেখি পিতা! বিশ্বামিত্রের মত বহু সাধনালব্ধ ব্রহ্মণ্য মহিমা নিয়ে আকাশপানে মাথা তুলে? প্রসারিত কর দেখি বাহু,—পরশুরামের মত দুর্ব্বার ক্ষাত্র-শক্তি নিয়ে? কর দেখি রামানুজ ভরতের মত ভ্রাতার পাদুকা-পূজা? সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সব অর্ঘ্য ডালায় ধরে, হিন্দুর মহিমা, হিন্দুর তেজ, হিন্দুর দেশপ্রেম সবকে দৃশদ্বতী-জলে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছ মুসলমানের চরণ পূজা করে ভ্রাতার সর্ব্বনাশ করতে!—হিন্দুর জয়গান তোমাদের মুখে কি আর শোভা পায়?

শক্ত। তুমি জান বৎস? কি ব্যথা বুকে নিয়ে আমি মোগলের আশ্রয়ে এসেছি?

মহব্বৎ। জানি বৈ কি! তোমার অপূর্ব্ব তেজস্বিতা, তোমার কাপুরুষ পিতার প্রাণে শঙ্কা জাগ্রত করে তোলে, তার ফলে তোমার মৃত্যুদণ্ড,—চন্দাবৎ সর্দ্দারের অনুগ্রহে জীবন রক্ষা, সব জানি;—জানি তুমি ভ্রাতৃহিংসা ব্রহ্মরক্তে ধৌত করে মোগলের আশ্রয়ে এসেছ। কিন্তু তাত! মোগলের দরবারে বার বার মস্তক নত করার চেয়ে, সে মস্তকে তরবারের আঘাত কি বেশী নিদারুণ?

সাগর। নিজের গোষ্ঠীর পদাঘাত প্রত্যহ মাথা পেতে নেওয়ার চেয়ে ভারত-সম্রাটের পদসেবা ঢের ভাল।

মহব্বৎ। পিতা! তোমাদের মত হিন্দুদের এ কদর্য্য মনোভাবে নিতান্ত উত্ত্যক্ত হয়ে আমি হিন্দু-সমাজের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে একটা স্বাধীনপ্রাণ, তেজস্বী, উদার জাতির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছি। বান্দার কার্য্য বেছে নিয়ে, হিন্দুর মহিমার অভিনয় করতে লজ্জা হয় না পিতা?

সাগর। আমাকে মহব্বৎ থাঁর পিতা বলে যখন মোগল-দরবারে ওম্‌রাওগণ অঙ্গুলি তুলে ইঙ্গিত করে,—লজ্জায়, ঘৃণায় আমার বক্ষ ফেটে যেতে চায়। হতভাগ্য! পিতৃকুলের করুণা হতে যেমন বঞ্চিত হয়েছিস, আমার অভিসম্পাতে ভগবানের করুণা হতেও তেমনি বঞ্চিত হবি।

[প্রস্থান

মহব্বৎ। চাই না তোমাদের ভগবানের করুণা। যে ভগবান সাত শতাব্দী ধরে একটা বিরাট সম্ভ্রান্ত জাতির কণ্ঠে দাসত্বের কঠিন নিগড় পরিয়ে রেখেছে, কে চায় তার করুণা? আমি এসেছিলাম তাত! আপনার কাছে।—মানসিংহের সঙ্গে রাণা প্রতাপের সংঘর্ষের কাহিনী আপনি কিছু শুনেছেন কি?

শক্ত। শুনেছি বৈ কি! শোলাপুরের যুদ্ধ শেষ করে ফিরবার পথে মানসিংহ প্রতাপের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

মহব্বৎ। এমন দুর্গম শৈল-কান্তার ভেঙ্গে রণশ্রান্ত কোন ব্যক্তি শুদ্ধ আতিথ্য গ্রহণের জন্য এতদূর ত যায় না!

শক্ত। আতিথ্য গ্রহণও বটে, আর মোগল-সম্রাটের সঙ্গে সম্পর্ক করার দরুণ সমাজে যে পতিত হয়েছেন, তা উদ্ধারের জন্যও বটে।

মহব্বৎ। আসল কথা তাই বলুন। কিন্তু তাত! মোগলের চরণ-পূজাও করব আর সমাজের পূজাও নেব,—দুই-ই একসঙ্গে চলে না।

শক্ত। কিন্তু রাণার এতটা কঠোর হওয়া কি উচিত হয়েছে? মানসিংহ চেয়েছিলেন,—রাণার সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজনের অধিকার

ও তাঁরই উচ্ছিষ্ট "দুনা"; কিন্তু জাত্যভিমানে স্ফীত প্রতাপ একটা সম্মানিত অতিথির এমন বিনীত প্রার্থনা উপেক্ষা করে অভুক্ত অবস্থায় তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে যে অপরাধ করেছেন, তা কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।

মহব্বৎ। আমি কিন্তু তাত! প্রতাপের উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানাচ্ছি।

শক্ত। প্রণাম জানাচ্ছ? প্রতাপের এ আচরণ কি উচিত হয়েছে মনে কর?

মহব্বৎ। চির-দুর্লঙ্ঘ্য তুষারমৌলী হিমালয়ের মেঘস্পর্শী শির কোন উন্মাদ উল্লঙ্ঘন করতে যেয়ে যদি দুর্ব্বার বরফ-চাপে বিলুণ্ঠিত হয়, তার জন্য কি মহিমময় হিমালয়কে দোষী করা যায়?

শক্ত। প্রতাপের ঐ উদ্ধত শির দেখে তোমার বুঝি হিমালয়ের কথা মনে পড়ছে? সহস্র সহস্র শতাব্দীর নৈসর্গিক অত্যাচার ঐ বিরাট হিমালয়কে একটুকুও টলাতে পেরেছে? কিন্তু প্রতাপ কি মোগলের সামান্য অত্যাচারও সহ্য করতে পারবে? কত বড় বিপদ সে ডেকে নিয়ে এলো, তা ভেবে দেখেছ কি?

মহব্বৎ। দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীরা ত হিসেবী লোক নয় তাত! প্রতাপ যদি হিসেবী লোক হত, দিল্লীর সম্রাটের পরম-প্রীতিভাজন হয়ে তাঁরই দক্ষিণ পার্শ্বের মণিময় সিংহাসনে আসন করে নিতে পারত। শ্মশানে প্রদীপ জেলে বিনিদ্র চোখে রাত পোহাতে হত না। কিন্তু প্রতাপ যে আমায় ভাবিয়ে তুল্ল।

শক্ত। কিসের ভাবনা? দিল্লী-অস্ত্রাগারে ঝন্‌ঝনা শোনা যাচ্ছে। প্রস্তুত হও গে।

মহব্বৎ। আমার মুসলমান হওয়ার প্রধান কারণ কি জানেন তাত? আমি মুসলমান হয়েছি, শুদ্ধ ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত

পর্য্যন্ত হিন্দুগণকে আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত করে তুলবার জন্য—যদি এত আঘাতেও তাদের সম্বিৎ ফিরে আসে!

শক্ত। প্রতাপ কি সম্বিৎহারা মনে কর?

মহব্বৎ। জানি না—বুঝি না। একা প্রতাপ! গোষ্ঠী, স্বজন সকলেই তাকে পরিত্যাগ করেছে। এক রক্তের ভাই,—তাঁরাও আজ তাঁকে পরিত্যাগ করে মোগলের আশ্রয়ে। ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে; কেউ সাড়া দেয় না। দুর্ব্বল পিতার দুর্ভাগ্য সন্তান আমি,—প্রতাপের পদধূলির যোগ্য আমি নই! কি করব? সকল পথ আমার রুদ্ধ! হিন্দু! তোমার কোন আশা নেই। যাই ভাত! মন আমার আজ বড়ই উদাস! বড়ই উত্ত্যক্ত!

[প্রস্থান

শক্ত। চোখে জল আসে কেন? হিংসা!—অসূয়া!—অহঙ্কার! কোন্ ভয়াবহ কদর্য্যতার মধ্যে আমায় নিয়ে এসেছ!—উঃ! পৌষের এই প্রখর শীতেও ঘেমে উঠেছি! এ কি দিল্লীর সমৃদ্ধ প্রাসাদ?—না শ্বাসরুদ্ধ কারাগার? উঃ! অসহ্য উত্তাপ,—তীব্র উষ্মা! মুক্ত বাতাস চাই,—মুক্ত বাতাস!—

[দ্রুত প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বেলা প্রহরাতীত। দিল্লীর মর্ম্মর-মহলের একটা সুসজ্জিত বহিঃপ্রকোষ্ঠে। সম্রাট্ আকবর একখানি অতি সুন্দর স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন। স্বর্ণ ও মণির মিনা-করা একটা ফর্সির বিচিত্র নলিচাটি ভুজঙ্গের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া সম্রাটের সিংহাসনের নীচে কারুখচিত জাজিমের উপর পড়িয়া আছে। অগুরুর মধুর গন্ধে কক্ষটি আমোদিত। সম্রাটের পার্শ্বস্থ আসনে জুমা-মসজিদের মৌলবী মৌলানা আলী ইমাম ও ফতেপুরসিক্রির ইবাদাদ্‌খানার ইমাম পীর খাঁ। জাজিমের উপর সম্রাটের নিতান্ত অনুরক্ত দু'-পাঁচজন ওম্‌রাও বসিয়া আছে; ওম্‌রাওগণ নানা ইঙ্গিতে, ভঙ্গীতে সম্রাটের প্রতিকথায় সায় দিতেছিল। অদূরে দরজায় মুক্ত তরবারি হস্তে হাব্‌সী প্রহরিগণ।

আকবর। যাই বলুন মৌলবী ছাহেব, আপনাদের যুক্তি আমি সম্‌ঝাতে পাচ্ছি না।

আলী। ইসলামের গুণার বিচার কাফের করবে? এত বেয়াদপি বরদাস্ত করবেন জাঁহাপনা?

আকবর। কাফেরদের কি মান-ইজ্জৎ নেই? ইসলাম-ধর্ম্মীদের সমস্ত অত্যাচার তাদের মাথা পেতে নিতে হবে?

পীর। কাফেরদের প্রতি শাহানশার এৎনা প্যেয়ারে তামাম্ ইসলাম্ বেসামাল হোয় গ্যেয়া।

আকবর। এর হদিস্ আমি পাচ্ছি না উলেমাজী! হিন্দুদের আচার-ধর্ম্মের উপর আমি যদি কোন হস্তক্ষেপ না করি, ইসলামের ইজ্জৎ বিপন্ন হয়ে উঠবে? ভারতবর্ষের সম্রাট্ মুসলমান বলে হিন্দুদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাও বিসর্জ্জন দিতে হবে?

আলী। কাফেরদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ত গুণার কাম। এই গুণার জন্য

তাদের কতল বা ঘায়েল করলে কোন গুণা নেই,—এইত ইসলাম ধর্ম্মের "হদিস"। আল্লাহো, রসুল!

আকবর। ফতেপুরসিক্রির "ইবাদাদ্"খানায় বসে আপনারা ইসলাম ধর্ম্মের "হদিসের" ব্যাখ্যা নিয়ে যে তুমুল হট্টগোল আরম্ভ করেছেন, তাতে এ হিন্দুস্থানে ইসলাম ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ ভেবে সত্যই আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছি।

আলী। কারণ?

আকবর। সম্রাটের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করবার বেয়াদপি আপনারা উলেমা, মৌলবী বলে করতে সক্ষম হচ্ছেন বোধ হয়?

পীর। জাঁহাপনার মর্জ্জি কি আমরা ঠিক সমঝাতে পাচ্ছি না বলে জিজ্ঞাসা কচ্ছি,—

আকবর। বলুন দেখি উলেমাজী এ হিন্দুস্থানের বাইশ কোটি হিন্দুকে আপনারা কতল করতে পারবেন? মনে রাখবেন, সারা দুনিয়ার সভ্যজাতির এরাই আদি পুরুষ, এরাই মানবের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হাত যোড় করে আশ্‌মানের পানে চেয়ে খোদার বন্দনা গেয়েছে!

পীর। খোদার বন্দনা!

আকবর। হাঁ, খোদার বন্দনা। আপনারা যাকে খোদা বলে ডাকেন, আল্লাহো আকবর বলে যাঁর উদ্দেশে আজান দেন, হিন্দুরা তাঁকেই বলে ঈশ্বর, তাঁকেই বলে ভগবান্।

আলী। জাঁহাপনার বোধ হয় ইয়াদ আছে,—শাহানশা বাদশা সিকন্দর লোধি, বুধন নামক এক কাফের ব্রাহ্মণের মস্তক ছেদন করেছিলেন শুদ্ধ এ অপরাধে যে,—সে প্রচার কচ্ছিল,—খোদাতাল্লাকে লা-ইলাহা ইল্লালাহা বলেই ডাক, বা রাম রাম বলেই ডাক, তিনি সকল ধর্ম্মীরই আরজ সমান ভাবে গ্রহণ করেন। আল্লার কাছে আরজ

করবার যে কাফেরদের অধিকার নেই, এই শিরশ্ছেদ করে বাদশা সিকন্দর লোদী ইস্‌লামধর্ম্মীদের কাছে তা প্রমাণ করে গেছেন।

পীর। ইয়াদ আছে কি জাঁহাপনা?—দিগ্বিজয়ী মহম্মদ ঘোরি কাফেরের কোটী আস্‌রফি উপেক্ষা করে তাদের দেবতাকে মুগুরাঘাতে চূর্ণ করেছিলেন!

আকবর। ইয়াদ আছে,—সব ইয়াদ আছে উলেমাজী! সহস্র সহস্র ভক্ত কাফের পূজারীর তপ্ত রক্তে তরবারি রঞ্জিত করে সোমনাথের ধ্বংস-স্তূপের উপর মুসলমান মহিমার যে ইতিহাস আমাদের পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণু স্বধর্ম্মীদের দ্বারা রচিত হয়েছে, সে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিকাহিনী জগৎ ইয়াদ রাখবে;—আমি ভুলব কেমন করে?

আলী। জাঁহাপনা বোধ হয় এ খবরও রাখেন যে, কাফেরদের ভগবান্ সোমনাথের ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডগুলি পবিত্র মক্কা, মদিনা ও গজনীর মস্‌জিদ-সম্মুখে রাখা হয়েছে, আর তার উপর পাদক্ষেপ করে মুসলমানেরা নেমাজের জন্য মস্‌জিদে প্রবেশ করে?

পীর। জানবেন জনাব! সে সব মুসলমানদের মধ্যে উলেমা আছেন, মৌলানা আছেন, মৌলবী আছেন,—সব এলেমওয়ালা এঁরা।

আকবর। তা হতে পারে। কিন্তু এত অত্যাচারের পরেও এই বিশাল হিন্দুস্থানের কোটী কাফেরের মন্দিরে মন্দিরে প্রত্যহ শঙ্খ-ঘণ্টা বাজছে, এখনও কোটী কোটী কণ্ঠের ভগবান্-বন্দনা ঊর্দ্ধে উঠে আজান-ধ্বনির শব্দতরঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

পীর। সে জাঁহাপনার আমলেই সম্ভব হচ্ছে। জাঁহাপনা যদি বাদশা ফিরোজ শা তোগলকের মত, যারা মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি করে তাদের কঠোর সাজা দিতেন, তা হলে আজ হিন্দুস্থানের এ হাল হ'ত না।

আলী। জানেন জাঁহাপনা! যে সব কাফের ভগবানের নামে বন্দনা গাইয়ে বেইমানী কাম করত, বাদশা ফিরোজ শা তাদের ধরে এনে মুসলমানের থুথু তাদের মুখে নিক্ষেপ করাতেন?

আকবর। আমাদের স্বধর্মী শাসকগণের অত্যাচারের ইতিহাস ইয়াদ রেখে কেন নিজের দিলকে দিক্‌দারি দিচ্ছেন? এ পাপের জন্য এ হিন্দুস্থানে পাঠান-সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আমি যদি হুঁসিয়ার না হই, মোগল-সাম্রাজ্যও যাবে। ধর্ম্মের নেশায় মত্ত হয়ে আমিও কি কম অত্যাচার করেছি উলেমাজী? সব সমঝিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অর্জু করতে আজ হাত বাড়িয়েছি।

নেপথ্যে গীত—

সব ঝুটা, সব ঝুটা,
দৌলত দুনিয়া
রুপিয়া গুনিয়া
কাঁহে দেয়ান মন?
সব ঝুটা, সব ঝুটা!
ইয়াদ রাখো বেটা!
সাচ্চা ভগবন্।

পীর। ইয়ে ক্যায়া গোস্তাকী কাম?—দিল্লীকা দৌলতখানামে ভগবান্? ইয়ে আল্লা! ইয়ে আল্লা!

নেপথ্যে গীত—

হো, হো দিল দুলালী বুলবুল।
কাঁহে এৎনা মজগুল
বিল্‌কুল?
কাঁহে তেরা বালাখানা?
কাঁহে মাল খাজানা?

অন্ধা আঁখি দেক্তে ফাঁকি
নাহি পাছানা কোন্ আপনা,
কোন্ বেগানা।
হাম্ হাম্ করকে চড়্কে চড়্কে
কাঁহে দেয়ানা হুবে সাম্?

আকবর। দেখ ত ওস্মান, কে গাইছে?

জনৈক ওমরাহ। যো হুকুম জনাব!

[কুর্ণিশ করিতে করিতে প্রস্থান

নেপথ্যে গীত—

যব্ নিকালেঙ্গে দম,
কাঁহে রহেঙ্গে ধন,
কাঁহে জন?
কাফেন পিনাকে,
জানজা করকে,
দেগা হো দাফন।
ইয়াদ রাখো মন,
সব ঝুটা, সব ঝুটা
সাচ্চা ভগবন্।

[কুর্ণিশ করিতে করিতে ওস্মানের প্রবেশ]

আকবর। কে ওস্মান?

ওমরাহ। একটা উন্মাদ জাঁহাপনা!

আকবর। উন্মাদ? তুমি ভুল কচ্ছ ওস্মান,—উন্মাদ সে নয়। উন্মাদ তুমি, উন্মাদ আমি,—উন্মাদ এ উলেমা মৌলানারা।

পীর। জাঁহাপনা যে উন্মাদ, আজ তামাম হিন্দুস্থানের মুসলমান তা সমঝে গেছে, রাজপুত জেনানা জাঁহাপনাকে করেছে দেয়ানা।

জনৈক ওমরাহ। ইয়ে ক্যেয়া বেত্‌মিজ বদ্‌খৎ বাৎ? জান্‌কা মালিক জাঁহাপনা।

আলী। চোপ্‌রাও! চোয়াড়, ইতর ইয়ার!

নেপথ্যে। আল্লা হো আকবর, আল্লা হো আকবর, জাঁহাপনা বরবাদ—ইস্‌লাম জিন্দাবাদ্‌।

আকবর। এঁ্যা! এ কি?

আলী। হুঁসিয়ার জাঁহাপনা! কাফেরদের সঙ্গে আপনার অত্যধিক পেয়ার দেখে সমস্ত মুসলমান মাতোয়ারা হয়ে গেছে, তাই আজ দিল্লীর দুয়ারে এই হল্লা।

আকবর। তা খুব করে হল্লা করুন, চেঁচিয়ে আশমান্‌ ফাটিয়ে দিন; কিন্তু সাবধান! কাফেরদের মাথা ফাটাবেন না, তা হলে মুসলমান বলে রাজদণ্ড কাকেও রেহাই দেবে না।

পীর। জাঁহাপনাও হুঁসিয়ার হোন, মস্‌জিদের পানে হাত বাড়াবেন না, তাহলে বাদশা বলে ইস্‌লামও কাকেও রেহাই দেবে না, দিল্লীর বর্ত্তমান বাদশার নামে খোৎবা পাঠ বন্ধ করবার জন্য মস্‌জিদে, মজলিশে এখন থেকে "শলা" চলছে।

আকবর। যান, যান, দিল্লীর বাদশাকে জব্দ করবার জন্য মস্‌জিদে, মস্‌জিদে মজলিশ ডাকুন, দিল্লীর বাদশা তাতে থোড়াই আমল দেবে; কিন্তু বহুৎ বহুৎ হুঁসিয়ার! বাদশার কাফের প্রজাগণের দিকে হাত বাড়াবেন না। তা যদি করেন, মস্‌জিদে, মকৃতবে আশ্রয় নিয়েও শির রাখতে পারবেন না।

আলী। এঁ্যা! এৎনা বরবাদ্‌ জাঁহাপনা!

পীর। চলিয়ে মৌলানাজী, চলিয়ে। মেরি দিল দরকতি, ছাতি কড়কতি,—

আলী। চলিয়ে চলিয়ে। ইয়ে ক্যেয়া তাজ্জব্‌কা বাৎ? এৎনা বরবাদ্! এৎনা বরবাদ্!

[নেপথ্যে। আল্লা হো আকবর,—আল্লা হো আকবর—ইস্‌লাম জিন্দাবাদ]

আলী ও পীর। হুঁসিয়ার জাঁহাপনা।

[প্রস্থান

আকবর। ধর্ম্মান্ধ মৌলানা আর উলেমারা জানে না যে কি কঠোর হস্তে আকবর রাজদণ্ড ধারণ করে!

ওমরাহগণ। ঠিক বাৎ জনাব! ঠিক বাৎ—

আকবর। ইস্‌লাম—ইস্‌লাম করে এত চেঁচাচ্ছে, ইস্‌লাম শব্দের অর্থ এরা জানে না। যার বুকে হিংসা অসূয়া, সে কি ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষা নিতে পারে? উন্মাদ এরা। ইসলামের যে অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত বিজয়ঝাণ্ডা সুদূর এট্‌লান্টিক মহাসাগরের ভীম তরঙ্গাভিঘাত বুক পেতে নিয়েছে, সে ঝাণ্ডা কি হিন্দুপ্রেমের শিশির জলে সিক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়বে?

ওমরাহগণ। জনাবকা জবান্ বহুৎ মিঠা হ্যায়, বহুৎ মিঠা। বহুৎ সাচ্চা!

[কুর্ণিশ করিতে করিতে মীরজা খাঁর প্রবেশ]

মীরজা। হিন্দুরাও শঙ্কা করছে জনাব! তাদের পেয়ারের জহর-সরবৎ পান করিয়ে তাদের ধর্ম্ম, আচার, স্বাধীনতা সব কিছুই জাঁহাপনা বরবাদ্ দিচ্ছেন। এর প্রতিরোধের জন্য মেবারের রাণা প্রতাপ, তার স্বজাতিগণের মধ্যে যাঁরা মোগল-সম্রাটের পেয়ারের লোক, তাদিগকে কুক্কুরের মত অস্পৃশ্য করেছে। মহারাজা মানসিংহের মত এমন সম্মানিত ব্যক্তিকে শুদ্ধ এ কারণে যে কিভাবে বেইজ্জৎ করেছে, জাঁহাপনা তার সব খবর বোধ হয় রাখেন?

আকবর। তা রাখি বৈ কি খাঁ খানান! কাপুরুষ রাণা উদয়সিংহের লেড়কাটি সত্যই আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। এ হিন্দুস্থানে আমি যে সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প করেছি, সে তা ধূলিসাৎ করবার জন্য মুগুর তুলেছে।

মীরজা। আমার মনে হয় সে একটা বদ্ধ পাগল।

আকবর। বিচক্ষণ বৈরাম খাঁর পুত্র খাঁ খানান কি পাগল চিনতে এত ভুল করেন?

মীরজা। পাগল না হলে আগুন নিয়ে খেলা করতে সাহস করে কেন? শুনেছি মেবারকে করে রেখেছে একটা মরুভূমি। কথায় কথায় চোখের জল উছলি উঠে।

আকবর। প্রতিহিংসা,—প্রতিহিংসা। প্রতিহিংসায় প্রতাপের চোখে জ্বালা ধরেছে। ও ত চোখের জল নয়,—মোগলকে বিনাশ করবার জন্য তীব্র হলাহল। এর প্রতিকার করতে হবে, সেজন্য আপনাকে তলব করেছি। মানসিংহের এ অবমাননায় মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল আরও দৃঢ় হ'ল।

মীরজা। মানসিংহকেও তলব দিয়েছেন জাঁহাপনা?

আকবর। না, এখন থাক্। আগে আপনার সঙ্গে "সলা" পরামর্শ শেষ হোক্। আমার মতলব কি জানেন?

মীরজা। ফরমাস করুন জাঁহাপনা!

আকবর। আমি হিন্দুকে দিয়ে হিন্দুকে ধ্বংস করতে চাই। প্রতাপের ভাই শক্তসিংহ আছে, সাগরজী আছে, সাগরজীর ধর্ম্মত্যাগী পুত্র বীর মহব্বৎ আছে, মানসিংহ আছে; মারবার, বুন্দী, বিকানীরও জুটেছে।—

মীরজা। এদেরে কি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় জাঁহাপনা?

আকবর। বিশ্বাস এ জন্য করা যায় যে স্বজাতিদ্রোহিতা,

দেশদ্রোহিতায় হিন্দুরা বিশেষ ওস্তাদ। ভারতের অতীত ইতিহাস এ কথার প্রধান সাক্ষী। কিন্তু মেবারে যে অভিযান পাঠাব, শাজাদা সেলিমই হবেন তার সর্ব্বময় কর্ত্তা। তোমরা এখান হতে দু'চার লহমার জন্য যাওত ওস্মান, খাঁ খানানের সঙ্গে আমার গোপন পরামর্শ আছে।

ওমরাহগণ। যো হুকুম জনাব!

[কুর্ণিশ করিতে করিতে প্রস্থান

আকবর। বন্দা, তুরন্ত পর্দ্দা উতারো হো।

[পর্দ্দা নামিয়া পড়িল

— — —

মধ্য অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বুনাস্ নদীর তীরভূমিস্থ প্রান্তর। অপরাহ্নের ক্লান্ত রবিকর দিগন্তকে রঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে ঝিমাইয়া পড়িতেছে। একটা ছোট্ট টিলার উপর প্রতাপ বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে চন্দাবৎ সর্দ্দার অখিল।

অখিল। বসন্ত যখন আসে বনে, শুধু হিমানীপীড়িত রিক্তপল্লব পলাশের মাথায় মাথায় রঙ্ ধরায় না,—ধূসর মাটির বুকেও বিচিত্র তৃণ-ফুলের উৎসব জাগিয়ে তোলে। নববসন্তে মা মাতৃভূমির কি অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম রূপ মহারাণা!

প্রতাপ। আমার কিন্তু মায়ের পানে চেয়ে চোখ ফেটে জল আসছে অখিল! এই কি আমার মায়ের রূপ?—সন্তানের কলহাস্যমুখরা, দীপমালা-সমুজ্জ্বলা মা আমার আজ কণ্টকী বনে সমাচ্ছন্না!

অখিল। এই ভাল মহারাণা! মা আমাদের বন্ধনহীনা স্বাধীনা বনদেবী। সে কখনও মোগলের মণিময় জিঞ্জির পরে নরোজার উৎসব-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবে না।

প্রতাপ। পারব কি আমার সে সঙ্কল্প সফল করে তুলতে, যার জন্য মাতৃভূমির সমস্ত ঐশ্বর্য্য স্বহস্তে বিনাশ করে তাকে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পরিণত করেছি? যে কুটীরে স্তনন্ধয় শিশুকে বুকে নিয়ে জননী নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে থাকত, সে গৃহ আজ শার্দ্দুলের বাসভূমি! দেশের এ শোচনীয় পরিণাম দেখে আমার বক্ষ ফেটে ক্রন্দন উঠছে।

এত করেও কি মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারব অখিল?—আমার সঙ্কল্প ভেঙে দেওয়ার জন্য—আমার স্বজাতি, আমার গোষ্ঠী,—আমার এক-রক্তের ভাই, মোগলের অস্ত্রশালায় বসে তরবারি শাণাচ্ছে।

অখিল। তা তারা শাণাক্ মহারাণা। মাতৃমন্ত্রের মহাসাধক যাদেরে দীক্ষা দিয়েছেন,—তাদের সঙ্কল্প, যত দেশদ্রোহী, যত বড় দুর্ব্বার শত্রু এসে আঘাত করুক, কখনও ভাঙতে পারবে না। রাজার সমস্ত ভোগ-বিলাস বিসর্জ্জন দিয়ে দেশের জন্য এমন কঠোর-সন্ন্যাস কে বরণ করেছে? তৃণ-শয্যায় শয়ন, তৃণ উপাধান করে কোন্ রাজা-মহারাজা নিদ্রা যান? বৃক্ষপর্ণকে ভোজন-পাত্র করে কোন্ মহীপাল দেশের বিপন্ন স্বাধীনতার জন্য সন্ন্যাস নিয়েছেন? দেশদ্রোহী যারা গেছে, তারা যাক্ মহারাণা! যারা আপনার সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে, তারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেহের শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করতে দ্বিধা করবে না।

প্রতাপ। এ দেশদ্রোহীরা কি পেয়েছে, কি হারাচ্ছে, এইটুকু যদি বুঝতে পারত!

অখিল। এঁ্যা! এঁ্যা! এ পরিত্যক্ত নিষিদ্ধ প্রান্তরে কে ঐ?

প্রতাপ। এঁ্যা! কৈ? কৈ?

[অসি কোষমুক্ত করিয়া তীব্র চোখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

অখিল। একটা অজ-পালক দেখছি। এত শ্যামল দুর্ব্বাদলের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে তার ছাগল-পাল চরাতে এসেছে বোধ হয়। হতভাগ্য! হতভাগ্য!

প্রতাপ। কিন্তু মৃত্যুকে যে সে ডেকে নিয়ে এল। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মাতৃভূমিকে শ্মশান করেছি আমি, তাকে ক্ষমা করব?

রাজাদেশ লঙ্ঘনের শাস্তি যে মৃত্যু, হতভাগা তা কি শোনে নাই?' [উত্তেজিতভাবে] না, না—ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই।

[মুক্ত অসিহস্তে দৌড়াইয়া যাইয়া অজ-পালককে টুঁটি ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিলেন]

অজ-পালক। গরীব, ভূখা বেচারী মহারাজ! মাপ কি জিয়ে, মাপ কি জিয়ে।

প্রতাপ। মাপ করব? দেশকে শ্মশান করেছি, তোকে মাপ করব?

অজ-পালক। এমন বেইমানি কাম আর কখনও করব না, এবার রেহাই দিন, এক পাল কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, আমায় মারলে সব মরবে মহারাজ!

[বার বার মহারাণার চরণতলে লুটাইতে লাগিল]

প্রতাপ। মরবি তা আমি কি করব? তোর একার জন্য মোগলের যূপকাষ্ঠে লক্ষপ্রাণ বলি দিতে পারি না।

অজ-পালক। মহারাজ! মহারাজ।

প্রতাপ। না, না। ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই।

[অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উন্মাদপ্রায় হইয়া অজ-পালককে তাড়া করিয়া নেপথ্যে লইয়া যাইয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া ছিন্নমুণ্ড হাতে লইয়া পুনঃ ফিরিয়া আসিলেন]

অখিল। মহারাণা!

প্রতাপ। ধর অখিল, বৃক্ষের ঊর্দ্ধ শাখায় মস্তকটি টাঙিয়ে রাখ: রাজাদেশ লঙ্ঘন করবার কি ভয়াবহ পরিণাম, মেবারবাসীরা দেখুক।

[অখিল মস্তকটি টাঙাইয়া রাখিল]

অখিল। হতভাগ্য নিজের দোষে প্রাণটা হারালে!

প্রতাপ। শোন অখিল!

অখিল। কি আজ্ঞা মহারাণা?

প্রতাপ। তুমি একটা কাজ করত।—এখনই যাও, এ অভাজন অজ-পালকের পরিবারের সন্ধান নিয়ে তার ছেলেপিলেগুলির একটা ব্যবস্থা করে এসত। কিন্তু অতি গোপনে,—প্রতাপের অন্তরে যে দয়া-মায়া কিছু আছে, এ যেন কেউ টের না পায়। ধর, আমার এ অঙ্গুরীয়টি নিয়ে যাও; কোন জহুরীর কাছে বিক্রয় করলে কয়েক সহস্র মুদ্রা পাবে, এ দিয়ে সব বন্দোবস্ত করে এস।

[অঙ্গুরীয় প্রদান

অখিল। যে আজ্ঞে। আমি এখনই যাচ্ছি।

প্রতাপ। যাও, যাও, দেরী কর না। তার আগমনের প্রতীক্ষায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জেলে তার প্রিয়জন উৎকণ্ঠিত চিত্তে পথপানে চেয়ে থাকবে।

অখিল। আহা! বেচারী!

[প্রস্থান

প্রতাপ। সব জানি, সব জানি, সব বুঝি।—একটা লোকের প্রাণের মূল্য কি সামান্য হীরের আংটী দিয়ে হয়? কি কঠোর রাজার কর্ত্তব্য!—চোখে জল আসছে, তবু আগুন জ্বালছি।

[জনৈক গুপ্তচরের প্রবেশ]

গুপ্তচর। মহারাণা! হলদীঘাটের গিরি সঙ্কটের মুখে লক্ষ মোগল-শিবির পড়েছে।

প্রতাপ। ভাল। বড় আনন্দের দিন। এগিয়ে চল। ভেরী-দামামা বাজাও, মহারাজ মানসিংহ বোনাইকে নিয়ে আসছেন, অভ্যর্থনা করতে হবে। চল, চল।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রভাত। গৈরিকবস্ত্র-পরিহিত কয়েকটি চারণবালক পতাকা হস্তে গাইতে গাইতে পথ চলিয়াছে,—

এসেছে,—মায়ের ডাক,
মায়ের ডাক,
জাগরে তোরা জাগ।
কে আছিস্ সুপ্তিমগন?
কে আছিস্ আঁকড়ি' শয়ন?
ভেঙে দিয়ে সুখের স্বপন,
জাগরে তোরা জাগ।
জ্বলে আলোর চিতা পূব্‌গগনে,
চেয়ে দেখ ঐ ঈশান কোণে,
আগুন মাখি' কাল-বৈশাখী
গর্জ্জে ক্ষণে ক্ষণে।
যাত্রা হবে এ লগনে
জাগরে তোরা জাগ।
পায়ে, পায়ে, পাবি কাঁটার ঘা,
রুধির ঝরবে বেয়ে গা,
দুর্গমে ওরে, বাড়িয়ে পা
ঝড়ের মাথায় এগিয়ে যা,
মায়ের কাজে, মায়ের কাছে,
ঢালগে প্রাণের অনুরাগ।
জাগরে তোরা জাগ।

তৃতীয় দৃশ্য

মধ্যাহ্ন। হলদীঘাট। যুদ্ধক্ষেত্রের এক অংশে আহত ও মৃতস্তূপে স্থানটি বীভৎস রূপ ধারণ করিয়াছে, অপর অংশ হইতে যুদ্ধের কলরব, কামান-গর্জ্জন, অস্ত্রের ঝনঝনা ও আহতের আর্ত্তনাদ আসিতেছে। মুক্ত অসিহস্তে ঝালরপতি মান্না প্রবেশ করিলেন।

মান্না। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! মহারাণাকে কেমন করে রক্ষা করি? চারদিকে ঘিরে রক্তকল্লোল গর্জ্জে উঠছে, মাথার উপর দিয়ে মরণের ঝড় ছুটে চলেছে;—

[কতিপয় সশস্ত্র সৈন্যসহ জগৎসিংহের প্রবেশ]

জগৎ। যাও, যাও, ছুটে যাও মেওয়ারের বীর সন্তানগণ! তোমাদের মহিমময়ী মাতৃভূমির স্বাধীনতা, তোমাদের জননী, ভগ্নী, ভার্য্যার সম্মান —আজ আততায়ীর তরবারির মুখে বিপন্ন; যাও, যাও, তোমাদের বলিষ্ঠ বাহু, মুষ্টিবদ্ধ শাণিত কৃপাণ উদ্যত করে ছুটে যাও; হলদীঘাটের গিরি-সঙ্কট প্লাবিত করে বহিয়ে দাও রক্তের বন্যা। ঐ কামান গর্জ্জাচ্ছে মুখে মুখে অগ্নিবৃষ্টি করে, দাহনে দাহনে আকাশে সূর্য্য উঠছে জ্বলে; ঝাঁপিয়ে পড় ঐ মৃত্যু-প্রলয় মাঝে; বুকের রক্তে নিভিয়ে দাও ঐ প্রবল অগ্নিরাশি। যাও, যাও, ঐ দেখ গাঢ় ধূমপুঞ্জ মৃত্যুর নিশ্বাস উদ্গার করতে করতে ঊর্দ্ধে ছুটেছে! ঝাঁপিয়ে পড়, ঝাঁপিয়ে পড়। বল, হর হর বম্ বম্!

সৈন্যগণ। হর হর বম্ বম্, হর হর বম্ বম্!

[বেগে প্রস্থান

মান্না। এদিকে দেখছেন সর্দ্দারজী! মহারাণার জীবন কেমন বিপন্ন হয়ে উঠেছে? তাঁর মহিমময় মস্তকের ঐ রাজচক্রবর্ত্তীর উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ, পশ্চাতের কাঞ্চনতপন-লাঞ্ছিত ঐ উড্ডীন বৈজয়ন্তী তাঁকে শত্রুগণের একমাত্র লক্ষ্য করে তুলেছে।

জগৎ। উঃ! কী বীভৎস! দেখুন, দেখুন ঝালরপতি! মহারাণার

দেহের পানে চেয়ে দেখুন—আঘাতের উপর আঘাতে সর্ব্বাঙ্গ কি জর্জ্জরিত? কঠিন লৌহবর্ম্ম ভেদ করে কি তীক্ষ্ণ ধারায় রক্তের ফিন্‌কি ছুটে আসছে! তবু কিন্তু বীরের ভ্রূক্ষেপ নেই!

মান্না। আমি যাই সর্দ্দারজী! এ আসন্ন বিনাশ হতে মহারাণাকে রক্ষা করতেই হবে। হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার মন্দিরের শেষ দীপশিখাটি কিছুতেই নিভতে দেব না।

জগৎ। কি দুর্ব্বার বাধা সম্মুখে,—কামানের মুখ হতে মুহুর্মুহুঃ অগ্নিবৃষ্টি,—লক্ষ তরবারির উদ্ধত আস্ফালন!—

মান্না। এ বাধা ভেঙে চুরমার করতে হবে,—এ ভয়াবহ মৃত্যুর প্রাচীর হতে মহারাণাকে টেনে বার করতেই হবে। যাই ঝাঁপিয়ে পড়ি। আসুন সর্দ্দারজী, মাতৃভূমির শাশ্বত স্বাধীনতার জন্য দেহের শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করে ধন্য হই।

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চমকাইতে লাগিল]

মান্না ও জগৎ। হর হর বম্ বম্, হর হর বম্ বম্!

[উভয়ের বেগে প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

সন্ধ্যা আসন্ন। হলদীঘাটের উপকণ্ঠস্থ প্রান্তর দিয়া তিনটি অশ্বারোহী তীব্র বেগে ছুটিতেছে। অশ্বারোহীদিগকে দেখা যাইতেছে না, কিন্তু অশ্ব-ক্ষুরধ্বনি শুনা যাইতেছে। বন্দুক দাগিতে দাগিতে শক্তসিংহ দ্রুত প্রবেশ করিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—

শক্ত। হো, হো—নীলঘোড়াকা আশওয়ার, খাড়া রহো, খাড়া রহো।

[প্রস্থান

[অন্যদিক দিয়া রাণা প্রতাপ দ্রুত প্রবেশ করিলেন, সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার রুধিরসিক্ত, চোখে-মুখে তীব্র উৎকণ্ঠা, হস্তে সুদীর্ঘ বল্লম]

প্রতাপ। এঁ্যা? কে ঐ ছুটে আসছে? হস্তে প্রাণঘাতী অগ্নিনালিকা? এঁ্যা? কে? শক্ত!—শক্ত!—ভাই শক্তসিংহ না? এঁ? সেই ত বটে! তার বহুদিন-সঞ্চিত জিঘাংসা ভাইয়ের রক্তে চরিতার্থ করবার জন্য বন্দুক দেগে দ্রুত ছুটে আসছে। মা! মা! অভাগিনী জন্মভূমি! আজ ভাইকে দিয়ে ভাইয়ের রক্ত ক্ষরিত করে কি মা তোর শেষপূজা গ্রহণ করবি? বীর মান্না! বৃথায় তুমি মেবারের রাণার জন্য প্রাণ দিলে!

[বেগে শক্তসিংহের পুনঃ প্রবেশ]

শক্ত।—দাদা!—দাদা!

প্রতাপ। এসেছিস শক্ত? এই বুকে বন্দুক হানবি? হান তবে।—মায়ের মন্দিরে স্বাধীনতার যে স্তিমিত প্রদীপটি জ্বলছে, এই বুকের রক্তে তাও নিভিয়ে দে।

শক্ত। সে প্রদীপ চিরোজ্জ্বল রাখব বলে দাদা তোমার অনুসরণকারী খোরসানী-মূলতানীকে হত্যা করে তোমার চরণে শরণ নিতে এসেছি।

প্রতাপ। এঁ্যা? এঁ্যা? ভাই!

[শক্তকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন]

শক্ত। কি অপূর্ব্ব শৌর্য্য তোমার দাদা! একটা মৃত্যুর ঝড় বহিয়ে গেলে! মুগ্ধবিস্ময়ে চেয়ে রইলেম। মনে ধিক্কার এল,—কি মহিমময় স্বর্গ হতে আমি চ্যুত হয়ে প্রতিহিংসার নরকে পচে মরছি! আমার হারানো স্বর্গ,—তোমার উদার বক্ষে ফিরে আসবার জন্য ছুটে আসছিলেম; পথে, দেখি, খোরসানী-মূলতানী দুটি মোগল সৈনিক

তোমার মস্তক তাক্ করে ঘোড়া চালিয়েছে! ভাববার অবসর পেলাম না, তৎক্ষণাৎ নিজ হাতের বন্দুকে তাদের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে দিলেম।

প্রতাপ। আমি জাগ্রত, না স্বপ্ন দেখছি? হলদীঘাটের মৃত্যু-বিভীষিকা আমাকে কি চেতনাহারা করেছে? আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের উপর কি ভাই শক্তের স্বপ্নময় মূর্ত্তি দেখা দিয়েছে?

শক্ত। স্বপ্ন নয় দাদা! সত্যই অভাগা শক্ত তোমার বুকে আজ ফিরে এসেছে।

প্রতাপ। আয় আয় ভাই। এ বক্ষ আঁকড়ে থাক্। [শক্তকে বুকে চাপিয়া] বড় ক্ষুধিত, বড়ই স্নেহের কাঙাল এ বক্ষখানি; আকুল আকাঙ্ক্ষায় দু'বাহু প্রসারিত করে সারা ভারতকে এ বক্ষে টান্‌তে চেয়েছি;—কেউ ধরা দিল না ভাই, কেউ দিল না! তুই দিলি না, ভাই সাগর দিল না, তার বীর পুত্র মহব্বৎ দিল না!—বুন্দী, বিকানীর, অম্বর, মারবার কেউ এল না! মনে করেছে,—এ বক্ষ বড় সঙ্কীর্ণ, কারও ঠাঁই হবে না। ভুল, ভুল, সকলই ভুল বুঝল! বল দেখি ভাই, ঐ দিক্‌চক্রবাল ঘেরা ঐ যে আকাশ দেখছিস্, এ কি এত সঙ্কীর্ণ, এতই ক্ষুদ্র? কত কল্পনাতীত বিশালকায় গ্রহ-উপগ্রহ তার উদার বক্ষে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে! স্বার্থান্ধ তারা. কেউ বুঝল না,—কেন এক মহামিলনে তাদের আমি বাঁধতে চেয়েছি!

শক্ত। আমার চোখ ফুটেছে দাদা, তোমার দেশপ্রেমের জীবন-যজ্ঞ আমার বুকে আগুন ধরিয়ে তার অসূয়া, হিংসা, সমস্ত আবিলতাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে আমাকে শুদ্ধ করে দেছে, তাই তোমার চরণতীর্থে ফিরে এসেছি।

প্রতাপ। আয় ভাই, আয়! আমি তোকে বুকে ধরে রাখব। কে বলে হলদীঘাটে আজ প্রতাপের শোচনীয় পরাজয়? সে আজ তার

হারাণো ভাইকে বুকে পেয়েছে। এমনি করে যদি সকলকে টানতে পারি, এ ভারতে হিন্দুর বৈজয়ন্তী কে রোখে?

শক্ত। জননী জন্মভূমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন দাদা!

প্রতাপ। সন্তানের মাতৃদ্রোহ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হলে কি ভাই, মায়ের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়? হলদীঘাটে আজ যে বিধ্বস্ত হয়েছি, এ কি মোগলের শৌর্য্যে? আমার রক্তের উত্তরাধিকারী মহব্বৎ যদি হস্ত উত্তোলন না করত, যদি মোগলের দাসানুদাস রাজপুত-কুলকলঙ্ক মহারাজ মানসিংহ পিধানমুক্ত তরবারি নিয়ে ছুটে না আসত, এ হলদীঘাটের গিরিসঙ্কটেই আজ মোগল-মহিমার সমাধি রচিত হ'ত। আমাদের এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কৈ?

শক্ত। আমি দাদা, প্রায়শ্চিত্ত করেই এসেছি।

প্রতাপ। তবে যা, তোর আশ্রয় দাতা বাদশার অনুমতি নিয়ে শীঘ্র ফিরে আয়।

শক্ত। বাদশার অনুমতি?

প্রতাপ। হাঁ ভাই! যিনি তোকে তোর দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা অন্যায় হবে ভাই!

শক্ত। কি বলছ দাদা? যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি, সেখানে ফিরে যাওয়া কি নিরাপদ এখন?

প্রতাপ। হোক বিঘ্ন-সঙ্কুল, তবু বিশ্বাসহন্তা হ'সনে ভাই! বাদশা যদি তোর মৃত্যুদণ্ড দেন—সে দণ্ড যে মস্তক পেতে নিবি, সে মস্তকের উপর দেবতা পুষ্পবৃষ্টি করবেন।

শক্ত। এত মহৎ! এত মহিমময় দাদা তুমি!

প্রতাপ। এঁ্যা! এঁ্যা! দেখ ত ভাই, চৈতক এমন কচ্ছে কেন? মুখ দিয়ে অবিরাম ফেন উদ্গার—মুহুর্মুহুঃ শ্বাস!

শক্ত। এ যে মৃত্যু-লক্ষণ দাদা!

প্রতাপ। তাইত, আহা! প্রিয়তম অশ্ব আমার! অনেকে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সে কোনদিনই করেনি ভাই!

শক্ত। দেখ দাদা, শেষ নিশ্বাসও বুঝি স্তব্ধ হয়ে যায়।

প্রতাপ। আয় ভাই, অন্তিমক্ষণে অশ্রুজলে তার তর্পণ করিগে।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

রাত্রি,—প্রথম যাম। হলদীঘাটের মোগল শিবিরশ্রেণী। একটা সুসজ্জিত শিবিরাভ্যন্তরে স্বর্ণাসনে শাহাজাদা সেলিম আসীন, তাঁহার পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন আসনে মহারাজ মানসিংহ ও অন্যান্য সেনানায়কগণ, নীচের জাজিমে পারিষদগণ। পার্ব্বত্য বালকগণের নৃত্য চলিতেছে। তাহাদের মাথায় পালকের শিরস্ত্রাণ, চরণে নূপুর, অধরে বাঁশী। নৃত্যছন্দে, বাঁশীর আলাপে একটা উৎসবের সূচনা করিয়া তুলিয়াছে। এই উৎসব-মধ্যে হঠাৎ মহব্বৎ খাঁ প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—

মহব্বৎ। এ উৎসব কি শাহাজাদা, মেবার-যুদ্ধের বিজয়োল্লাস, না রাণা প্রতাপের ভীম শেলাঘাত হতে শাহাজাদার রক্ষা পাওয়ার জন্য আনন্দ-আয়োজন?

সেলিম। যদি বলি বিজয়োল্লাস?

মহব্বৎ। তা হলে মস্ত বড় একটা ব্যঙ্গের কথা হয় জনাব!

মান। কেন? আমরা কি যুদ্ধ ফতে করিনি সেনাপতি?

মহব্বৎ। একে যুদ্ধজয় বলেন মহারাজ? আপনার মত দুর্দ্ধর্ষ বীরের কাছ হতে এ অভিমত কখনও প্রত্যাশা করিনি! চোখের উপর

প্রতাপের অপূর্ব্ব শৌর্য্য প্রত্যক্ষ করেও এ গৌরব করেন? লক্ষ মোগল-সৈনিকের বক্ষরক্তে হলদীঘাটের গিরিতল প্লাবিত করে মাত্র বিশ সহস্র মেওয়ারী সৈন্যকে বিধ্বস্ত করা কি যুদ্ধজয়? একে যদি যুদ্ধজয় বলে ঘোষণা করি, বীরত্বের অবমাননার ইতিহাস বোধ হয় এ প্রথম রচিত হবে।

মান। সেনাপতি মহব্বৎ প্রতাপের একান্ত গুণগ্রাহী। রক্তের টান ত বটে!

মহব্বৎ। রক্তের টান ত অনেকদিন মুছে ফেলেছি মহারাজ! প্রতাপের অমানুষিক বীরত্ব দেখে বার বার মনে হতে লাগল,—এই তেজস্বী বীরের দেশপ্রেমের তীর্থজলে স্বার্থান্ধ দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী হিন্দুরা যদি মর্ম্মের মলিনতা ধুয়ে এক পতাকামূলে এসে দাঁড়াতো, ভারতের সমুজ্জ্বল গৌরবসূর্য্য এমনভাবে অধীনতার অস্তাচলে লুপ্ত হত না।

সেলিম। কিন্তু তাতে তোমার কোন লাভ নেই সেনাপতি! তুমি ফিরে যেতে চাইলেও হিন্দুরা তোমায় গ্রহণ করবে না।

মহব্বৎ। তা জানি জনাব! ফিরে যাওয়ার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ করব বলেই আমি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছি। আপনারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন শাহাজাদা! হিন্দুদের কোন আশা নেই। বিজয়ীর অনাদৃত অনুগ্রহ পেলেই তারা কৃতার্থ মনে করে। যারা দেবতার বেদীমূলে জাত বিচার করে, তারা কি কখনও এক পতাকামূলে একত্র হতে পারে?

মান। খোরসানী, মুলতানী সৈনিকেরা প্রতাপকে যদি বন্দী করে নিয়ে আসতে পারে, দেখবেন সেনাপতি, ভারত মোগলের পতাকামূলে মিলিত হবে। একমাত্র দাম্ভিক প্রতাপ এই মিলন-সীমার রেখা টেনে দাঁড়িয়ে আছে।

সেলিম। খোরসানী, মুলতানীরা প্রতাপের পেছু নিয়েছে খবর পেলাম, কিন্তু এত দীর্ঘ সময়েও তারা ফিরে আসছে না কেন?

[শক্ত সিংহের প্রবেশ]

শক্ত। তারা আর ফিরে আসবে না শাহাজাদা! প্রতাপের শাণিত বল্লম তাদের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে দেছে।

সেলিম। এঁ্যা! সে কি?

শক্ত। সত্য শাহাজাদা! প্রতাপ আমার পানেও শেল উদ্যত করেছিল, আমি তাড়াতাড়ি মৃত মুলতানী সৈনিকের ঘোড়াটিতে চেপে ছুটে পালিয়ে এলাম।

সেলিম। কিন্তু শক্ত, তোমার চোখ-মুখ, তোমার কম্পিত কণ্ঠস্বর বলে দিচ্ছে, তুমি মিথ্যা কথা বলছ।

শক্ত। না, না শাহাজাদা মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়।

সেলিম। তুমি এত উত্তেজিত হয়েছ কেন? মাঝে মাঝে শিউরে উঠছ, কণ্ঠস্বর বিকৃত! কারণ কি? কি হয়েছে সত্য বল, শাহাজাদা সেলিম হতে তোমার কোন ভয় নেই।

শক্ত। সত্য বলব শাহাজাদা? শুনবেন সত্যকথা?—খোরসানী-মুলতানী সৈনিক দুটিকে আমিই বধ করেছি।

সেলিম। তুমি বধ করেছ?

শক্ত। হাঁ জনাব! পারলেম না শাহাজাদা! মোগলের শত উপকার, সহস্র মেহেরবানী স্মরণে রাখতে। দেশের প্রতি প্রতাপের ঘন অনুরাগ আমার সুপ্তপ্রাণে একটা বহুদিন-বিস্মৃত সুর জাগিয়ে তুল্ল,—সে সুর মাতৃ-বন্দনার সামগান। ছুটলাম প্রতাপের উদ্দেশে আমার শত অপরাধের ক্ষমার জন্য; পথে দেখি—খোরসানী-মুলতানীর হাতে হিন্দুর একমাত্র আশার প্রদীপও নিবে যায়; তৎক্ষণাৎ বন্দুক

দেগে দু'জনকে ধূলায় লুটিয়ে দিলাম। হিন্দুর সব গেছে শাহাজাদা! একমাত্র ভরসা প্রতাপ;—তাঁর জীবন শত মোগল-সাম্রাজ্যের চেয়েও আমার কাছে মূল্যবান্!

সেলিম। ভাল। কিন্তু আজ হতে মোগল-সাম্রাজ্যে বিশ্বাসঘাতক শক্তসিংহের স্থান নেই।

শক্ত। বন্দেগি শাহাজাদা! খোদা আপনার দোয়া করবেন। কি অপার মুক্তি আমায় খয়রাত দিলেন! আমার গৌরবময় বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে আমি প্রতাপের কাছে চল্লেম।

[প্রস্থান

মান। একি হ'ল?

সেলিম। কুচ্ পরওয়া নেই। ফূর্ত্তি! ফূর্ত্তি! নাচনে'বালা ফিন নাচ চালাও।

[নাচ সাঙ্গ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা নামিয়া পড়িল]

———

শেষ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রভাত। চারণ বালকগণ গাইতে গাইতে পথ চলিয়াছে

গলে শত ধার,
নয়ন-আসার।
জননী আমার,
করে হাহাকার,
বুক ভরা তার
বিপুল বেদনা-ভার।
আলোর আশায়
চাহে আকাশ পানে,
আসে সঘনে গগনে
গভীর অন্ধকার।
উদিবে না কি আর
অরুণ-ভাতি?
কাটিবে না কি আর
তামসী রাতি?
নিখিল কি হায়!
আশার বাতি?
আঘাত লাগি' প্রভাতী ঝঙ্কার?

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

তখন রাত্রি প্রথম যাম। আকাশে কৃষ্ণা প্রতিপদের চন্দ্রোদয়। আরাবল্লীর গহন-কন্দরে একটা উপলখণ্ডের উপর বসিয়া রাণা প্রতাপ আকাশ-পানে চাহিয়া আছেন,—তিনি চন্দ্রোদয়ের শোভা দেখিতেছেন না;—গভীর চিন্তায় তাঁহার চিত্তকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে। বন নিস্তব্ধ, তাঁহার পার্শ্বে প্রিয়তম সুহৃদ্ চন্দাবৎ সর্দ্দার অখিল যে বসিয়া আছেন, তাঁহারও মুখে কোন কথা নাই। হঠাৎ বালিকা কণ্ঠের একটা করুণ ক্রন্দনে প্রতাপ চমকিয়া উঠিয়া নেপথ্যে দ্রুত চলিয়া গেলেন, ব্যস্ত হইয়া অখিলও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; প্রতাপ উত্তেজিতভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন,—

প্রতাপ। নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! এমন মর্ম্মঘাতী দৃশ্য উন্মীল আঁখিতে চেয়ে আছিস্ ওরে, পাষাণহিয়া চন্দ্রমা। নিবিয়ে দে, নিবিয়ে দে তোর আলোর এ সমারোহ,—আকাশ, ধরণীব্যাপী জ্যোৎস্নার উৎসব; ঢেকে যাক পৃথিবীর সব দুঃখ, সব জ্বালা অন্ধকারের বিরাট কুন্তল-জালে।

অখিল। মহারাণা!

প্রতাপ। [উৎকট হাসি তুলিয়া] হা-হা-হা! আমি মহারাণা? কন্যা যার ক্ষুধার জ্বালায় মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে আর্ত্তনাদ কর্চ্ছে,—সারা দিনের উপবাসিনী বালিকা, সন্ধ্যায় একটুকরো তৃণবীজের রুটি দিয়ে রাজভোগ খাচ্ছিল, তাও কাঠবিড়ালে নিয়ে পালাল, আর আমি মহারাণার দম্ভ নিয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে বেশ চেয়ে আছি! হা-হা-হা! অখিল, মহারাণার রাজগিরি দেখে তুমিও ব্যঙ্গ কর্চ্ছ?

অখিল। হা ভগবান্! মহারাণাকে ব্যঙ্গ করব?

প্রতাপ। ব্যঙ্গ নয়? যার মাথার উষ্ণীষ জীর্ণ হয়ে ছিঁড়ে পড়ছে, পরিধানের বস্ত্র জোটে না, পেটে অন্ন নাই, সে এখনও মহারাণা?

অখিল। হাঁ মহারাণা! তিনি এখনও মহারাণা।

প্রতাপ। তুমি জাগ্রত নেই অখিল ;—মেবারের চন্দ্রালোকিত অতীত উৎসব-রাত্রির তুমি একটা স্বপ্ন দেখছ। হৃতরাজ্য, হৃতসর্ব্বস্ব যে অভাজন কুকুরের মত বিতাড়িত হয়ে পর্ব্বত-কন্দরে, গুহায়, প্রান্তরে আত্মগোপন করে করে ঘুরে মরছে, এখনও সে মহারাণা?

অখিল। হাঁ, তিনি এখনও মহারাণা। তাঁর রাজ্যধন, সুখ-সৌভাগ্য সব গেছে সত্য; কিন্তু তাঁর স্বাধীনতা এখনও প্রচণ্ড নিদাঘ ভাস্করের মত অসহ্য উষ্ণতায় দিল্লীর সম্রাটের মস্তকে তীব্র জ্বালা ধরিয়ে ঊর্দ্ধাকাশে সমুজ্জ্বল।

প্রতাপ। স্বাধীনতা। স্বাধীনতা! তাকে ধূলিসাৎ করে পদতলে পিষে পিষে হত্যা করলেও আমার বুকের জ্বালা জুড়াবে না। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর তার মোহিনী মায়ায় অন্ধ করে আমায় কোন্ দুর্গম পথে টেনে এনেছে?—দুঃখ, হাহাকার, মৃত্যু! প্রলয় হানা দিচ্ছে রক্তবন্যার উদ্দাম ঊর্ম্মির সংঘর্ষ তুলে, ঝড় উঠছে অগ্নিবৃষ্টি মাথায় নিয়ে। কেন? কেন এত দুঃখ, এত লাঞ্ছনা? অম্বর, বিকানীরের বীরগণের মত আমিও কি পারতেম না,—মোগলের মুগুরে স্বাধীনতাকে চূর্ণ চূর্ণ করে ধূলার অণুর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে? পারতেম না কি,—মহারাজ মানসিংহের মত জরীর চাপকান, আচকান এঁটে, ভগবান দাসের মত মুক্তো-মতি-খচিত মোগলাই পাগড়ী মাথায় চাপিয়ে, বুক ফুলিয়ে স্বাধীনতার মুখে তুড়ি মারতে? পারত না কি আমার পুত্র-পরিজনেরা শত দাস-দাসীর সেবা নিয়ে স্ফটিক-পালঙ্কে আরামে ঘুমিয়ে বন্দীর স্তুতিগানে জাগতে? নাঃ, আর না। আমার ভুল ভেঙ্গেছে। নিয়ে এস ভূর্জ্জপত্র, লেখনী,—স্বাধীনতার বিক্রয়পত্র মোগলের কাছে লিখে দিই। উচ্চ দাম পাব। বাঃ! কি ফূর্ত্তি! ভাবনা নেই, চিন্তা নেই,—খাও, দাও, মজা লুট! ভাবছ,—মেবারের রাণার উজ্জ্বল

ললাটের উপর কলঙ্ক-কালিমা ঘন হয়ে উঠবে? চিন্তা নেই, অম্বর মারবারের সৌভাগ্যবান্‌দের মত মণিময় বাদশাহী পাগড়ী পরে তাকে দীপ্ত করে তুলব। নিয়ে এস শীগ্‌গির মসী, লেখনী।

অখিল। মহারাণা!

প্রতাপ। ভাবছ কি? আরে পাগল, ভেবে-চিন্তে কি স্বাধীনতার পথে চলা যায়? এ পথ বড়ই বিপদ-সঙ্কুল;—অমঙ্গল, হিংসা, মৃত্যু পদে-পদে ছোবল মারবে। উন্মাদ ভিন্ন হিসেবী লোক এ পথে পা বাড়ায় না। আমি একটা বদ্ধ উন্মাদ অখিল, তাই তোমাদের মত উন্মাদ ক'জনকে নিয়ে এ দুর্গম পথে চলে নিজেও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি, তোমাদিগকেও ক্ষত-বিক্ষত করেছি। আমার চোখ ফুটেছে, আর এ পথে অগ্রসর হব না। মরুক গে জননী মাতৃভূমি, আর্ত্তনাদ করতে-করতে; এত কুলাঙ্গারকে জন্ম দিয়েছে যখন আর্ত্তনাদ করবে না? তুমি আমার পত্র নিয়ে এখনই দিল্লী যাও, এ রাত্রির মধ্যে; ভয় নেই, পথ তোমার জ্যোৎস্নায় আলোকিত। যাও, আমার সন্তানগণ দুমুঠো খেয়ে বাঁচুক, তোমাদেরও পুত্র-কলত্রের বুকের স্পন্দন থেমে যাক।

অখিল। মা যে কাঁদবে মহারাণা!

প্রতাপ। এখনও মায়ের পানে চেয়ে আছ? এখনও তোমার স্বপ্নের ঘোর কাটেনি? মা কোথায়? কোথায় মা? কত বিনিদ্র যামিনী মা, মা বলে ডেকে ডেকে ভোর করেছি! সে ডাকায় চন্দ্র, তারকা নিয়ে সারা নভোমণ্ডল কেঁপে উঠেছে, আরাবল্লীর শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনি আছাড় খেয়ে মরেছে,—মা সাড়া দেয়নি। মা কোথায়? [রুদ্ধ ক্রন্দন-আবেগে] মা নেই অখিল! মা নেই!—মা মরেছে, মা মরেছে।—দিল্লীর উপকণ্ঠে শবলুব্ধ শকুনির বীভৎস চীৎকারে ভারতের ভ্রাতৃদ্রোহের যে মহাশ্মশান রচিত হয়েছে, এ রাজবারার রাজারা

মিলে সে শ্মশানে মায়ের শবের সৎকার কচ্ছে। মায়ের চিন্তা ফেলে রাখ; এখন নিজেকে নিশ্চিন্ত করবার জন্য ছোটো দিল্লীর দুয়ারে।

অখিল। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

প্রতাপ। মর তবে, একটা অলীক স্বপ্নে ভোর হয়ে! আমি কুর্ণিশ করতে করতে ছুটলাম দিল্লীর দরবারে। হাত জোড় করে বলব,— "জাঁহাপনা! তোমার হীরে-মাণিকের নাগরার তলে আমার স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরে আমার সন্তানগণের মুখে দুমুঠো অন্ন দাও।" ভাবনা, চিন্তা, স্বাধীনতা,—দূর হয়ে যাক। ছুটলাম—

[প্রস্থানোদ্যত

অখিল। এ কি মহারাণা? আপনি কোথায় যাবেন?

প্রতাপ। বাধা দিও না, বাধা দিও না অখিল! চোখের উপর অনাহারে সন্তানের মৃত্যু কোন পিশাচও চেয়ে দেখতে পারে না।

অখিল। যাক্, আমিই যাচ্ছি। মহারাণার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

[প্রস্থান

প্রতাপ। হাঁ, মহারাণার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। মেবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ইচ্ছা অপূর্ণ থাক্, আরাবল্লীর বক্ষ কেটে আর্ত্তনাদ উঠুক, কোন ক্ষতি নেই। পুত্র-কন্যা খেয়ে বাঁচবে।

[অখিল মসী-লেখনী ইত্যাদি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাণা পত্র লিখিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার চোখ-মুখ রোষে ক্ষোভে বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। পত্র শেষ করিয়া অখিলের হস্তে দিয়া বলিলেন,—]

প্রতাপ। যাও যাও, শীগ্‌গির। আমার মাথায় আবার স্বাধীনতার জ্বালা ধরে উঠছে। শীগ্‌গির সুমুখ থেকে সরে পড়।

অখিল। কাঁদ, কাঁদ মা অভাগিনী মাতৃভূমি! কাঁদ আরাবল্লী, কাঁদ নির্ঝরিণী, কাঁদ মেবারের স্বাধীন আকাশ-বাতাস।

[রোরুদ্যমান অবস্থায় প্রস্থান

প্রতাপ। কেঁদে কেঁদে অখিল চলে গেল। কি করব? সন্তানগুলিকে হত্যা করব? কিন্তু আমার চোখেও জল আসে কেন? বুক কেঁপে উঠছে কেন? অমর! অমর! শোন্ ত বাবা!—

[অমরের প্রবেশ]

অমর। বাবা!

প্রতাপ। বলত, মোগলের দাসত্ব করবি, না অনাহারে মরবি?

অমর। মরব বাবা! মোগল কে যে তার দাসত্ব করব?

প্রতাপ। মরবি? তবে ডাক্ ডাক্ অখিলকে,—শীগ্‌গির।

অমর। অখিল কোথায় বাবা?

প্রতাপ। আচ্ছা থাক্। শোন,—মোগল বাদশা যাদু জানে, সে এক নিমেষে তোর আহারের পর্ণপাত্রকে স্বর্ণময় করে দিতে পারে, তোর কাঙাল পিতার উটজ কুটীরকে মর্ম্মর-প্রাসাদে পরিণত করতে পারে। রজত-পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে শুয়ে সোনালী স্বপ্ন দেখতে পারবি।

অমর। অধীনতার শৃঙ্খল গলায় পরে স্বর্ণপাত্রের পলান্ন কি গলাধঃকরণ করা যায় বাবা?

প্রতাপ। ওরে দুর্ভাগা পুত্র! তোর বুকেও স্বাধীনতার নেশা লেগেছে? বড় দুঃখ পাবি, বড় দুঃখ পাবি। আগুনের মত ছোটে স্বজাতির হিংস্র হিংসা, দুর্ব্বার মৃত্যু নিয়ে হানা দেয় আততায়ীর তরবার। দেশকে ভালবেসেছে যে, সেই মরেছে।

অমর। মৃত্যু ত সকলেরই একদিন আসবেই বাবা! যে দেশকে ভালবেসেছে, সেও মরবে; যে দেশকে উপেক্ষা করে প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছে, তাঁর প্রাণও বাঁচবে না।

প্রতাপ। কিশোর পুত্র আমার! তোর মুখে একি বাণী? স্বর্গাদপি গরীয়সী আমার মায়ের উপদেশ কি তোর বাণী হয়ে বেরিয়ে আসছে?

অমর। বাবা! তুমি যেমন শত দুঃখেও কারও কাছে মস্তক নত করনি, তোমার পুত্রও শত প্রলোভনে কারও কাছে মস্তক নত করবে না।

প্রতাপ। এঁ্যা! করবি না? করবি না বাবা? পারবি মায়ের স্বাধীনতার বেদীমূলে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বলি দিতে?

অমর। পারব বাবা!

প্রতাপ। কিন্তু আমি পারব কি,—বিস্ফারিত নয়নে সন্তানের মৃত্যুর পানে চেয়ে থাকতে?

অমর। কেন পারবে না বাবা? শুনেছি মহীয়সী ধাত্রী পান্না মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য প্রিয়তম পুত্রকে বলি দিয়ে তোমার পিতার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। একটা নারী যা করতে পেরেছে, তুমি বীর, তুমি পারবে না কেন?

প্রতাপ। [অমরকে বুকে টানিয়া] অমর! অমর! পুত্র আমার! আমার বুকে আয়। আমার মাথার এই পাগড়ী পরিয়ে দিয়ে মায়ের স্বাধীনতার মন্দিরে তোকে প্রতিষ্ঠা করে যাই। পাগড়ীটি বড় জীর্ণ, বড়ই মলিন হয়ে গেছে বটে, কিন্তু অমর! মোগল বাদশার হীরে-মতি-খচিত জরীর পাগড়ীর চেয়ে এ তোর মস্তককে বেশী উজ্জ্বল করে তুলবে।

[পাগড়ী খুলিয়া লইলেন

অমর। ও কি কচ্ছ বাবা? তোমার মহিমময় পাগড়ী তোমার মাথায় থাক্। এ পাগড়ী পরবার অধিকারী এখনও আমি হইনি। [রাণার মাথায় পাগড়ী পরাইয়া] তুষারমৌলী গৌরীশঙ্করের সূর্য্য-করোদ্ভাসিত তুঙ্গ শিখর যেমন চির-উন্নত চির-জ্যোতির্ম্ময়, তোমার এ পাগড়ীও তোমার মাথায় স্বাধীনতার গৌরবে, দেশপ্রেমের পুণ্যালোকে চিরোন্নত, চিরোজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

প্রতাপ। কিন্তু এ পাগড়ীর যে আমি অপমান করেছি অমর! এর সূত্র দিয়ে স্বাধীনতার বিক্রয়পত্র বেঁধে অখিলকে দিল্লী পাঠিয়েছি।

অমর। সে কি বাবা?

প্রতাপ। তোদের অনাহারশীর্ণ মুখের পানে চেয়ে, মায়ের মুখের পানে ফিরে চাইতে পারিনি।

অমর। ফিরে চাও বাবা! ফিরে চাও। তুমি না চাইলে দুঃখিনী মাকে চাইবার আর কেউ নেই! আমরা মরি যদি ক্ষতি নেই, তুমি চাইলে মায়ের স্বাধীনতার মৃত্যু হবে না।

প্রতাপ। চল্ চল্, দৌড়ে চল্, অখিলকে ফিরিয়ে আনি।

নেপথ্যে শঙ্কর গাইল,—

ওঠ মা জননী!
ওঠ মা জননী!
মুছ মা, নয়ন-আসার।
উচ্চ শৈল-শিখরে তোমার
সূর্য্যকেতন উড়িবে আবার।
উড়িবে কুঞ্জে কুসুমরেণু,
বাজিবে আবার মোহন বেণু,
হেরিনু মা, তোর শ্যামল তনু
ঘিরে আছে উজল ভানু,
উছলি' কনক-কিরণ-ধার।

প্রতাপ। শঙ্কর! শঙ্কর! একি গান তোমার কণ্ঠে? ঘোর বাদলা রজনীর রজনীগন্ধার সঙ্গীতের মত আমার বিষাদ-ঘন মর্ম্মের মাঝে একি মোহনসুরের তান তুল্ছ? আবার কি মায়ের সূর্য্যকরোজ্জল জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখব? আবার কি সন্তানগণ মাকে মা বলে ডাকবে?

শঙ্কর গাইল,—

এ নহে আশা কুহকিনী,
এ নহে স্বপন মোহিনী,
সন্তান তব উঠিবে জননী!
করে নিয়ে আবার খর তরবার।

প্রতাপ। শঙ্কর! শঙ্কর! ডাক্ অখিলকে, দৌড়ে, দৌড়ে তাকে ফিরিয়ে আন্। ফিরিয়ে আন্। [উচ্চৈঃস্বরে] অখিল, অখিল—

অমর। বাবা! আমি ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছি।

প্রতাপ। চল্, চল্, শীগ গির। শঙ্কর! শঙ্কর! দিক-চক্রবালে সত্যই তুমি কি মায়ের অরুণকিরণোদ্ভাসিত মূর্ত্তি দেখছ? আয়, আয় অমর! শীগ্ গির। অখিল, অখিল! ফিরে এস, ফিরে এস—

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বেলা প্রহরাতীত। বিচিত্র মর্ম্মর-মহলে, স্বর্ণ-মণি-খচিত সিংহাসনে সম্রাট্ আকবর। তাঁহার উভয় পার্শ্বে সাগরজী, মীর্জাখাঁ, পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, সম্মুখের নিম্নাসনে ওমরাহগণ। বিচিত্র কারুখচিত স্বর্ণ-কুর্সিতে সম্রাট্ ধূমপান করিতেছিলেন। ধূমপানের অবসরে অবসরে সকলের সঙ্গে আলাপও করিতেছিলেন, ওমরাহগণ নানা ভঙ্গীতে ইঙ্গিত করিয়া সম্রাটের প্রতি কথা সমর্থন করিতেছিল।

আকবর। সত্যই খাঁ খানান, প্রতাপের তারিফ না করে পাচ্ছি না। যতই তার অলৌকিক বীরত্বের কথা শুনছি, তাকে দুবাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করবার জন্য আমার বক্ষ আকুল হয়ে উঠছে। কি অসীম ধৈর্য্য! কি অপূর্ব্ব ত্যাগ। কি দুর্জ্জয় সাহস!

মীর। সত্য জাঁহাপনা! এ মহাপুরুষ ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, রাজ্যধন তুচ্ছাতি ধূলিকণার মত পরিত্যাগ করেছেন ; কিন্তু প্রলয়ের ভীষণ দুর্য্যোগ-মধ্যেও এক অঙ্গুলি মস্তক নীচু করে আশ্রয় খোঁজেননি। বার বার তাঁকে সাবাস দিচ্ছি জনাব! এ দুনিয়াতে একদিন সব কিছুই বিলুপ্ত হবে, কিন্তু প্রতাপ মরণ-জয়ী।

আকবর। মহত্তের আখের নেই,—সে চিরজীবী।

সাগর। এ কি প্রতাপের মহত্ত্ব জাঁহাপনা?—না একটা বিরাট দম্ভের মিথ্যা অভিনয়?

আকবর। সাগরজী! প্রতাপের কাণ্ড আমাদের কাছে একটা অভিনয়ই বটে, বাস্তব-জগতে এ কখনও সম্ভব হয় না। সেদিন আমার গোয়েন্দা প্রতাপের যে অভিনয় দেখে এসেছে, তাতে সে তার চোখ দুটিকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না।

সাগর। কি অভিনয় জাঁহাপনা? বুঝি পাতার আগুনে ভুট্টা পোড়াচ্ছিল?

আকবর। সাগরজীর অনুমান করবার শক্তিকে প্রশংসা করি, কিন্তু ভুট্টা পোড়াচ্ছিল না। ভুট্টা যদি প্রতাপের জুটত, সে দিল্লীর সিংহদরজায় এসে হানা দিত। প্রতাপের রাজভোগ কি জানেন—ঘাসের চাপাটি! পারবেন মাসের পর মাস তাই খেতে? দুদিন পোলাও খেয়েও ত মুখ বদলাতে চান।

সাগর। নিজের আহাম্মুকী।

মীর। কিন্তু রাজাজী! এ আহাম্মুকী দিয়ে শত্রুর দিল্ ফতে করেছেন প্রতাপ।

আকবর। শুনবে প্রতাপের অবস্থা? আমার গুপ্তচর সব জেনে এসেছে।

সাগর। আমিও জানি জাঁহাপনা!

আকবর। না। আপনি কিছুই জানেন না। হয়ত আন্দাজ কচ্ছেন, বার বার যুদ্ধে হেরে যেয়ে প্রতাপ আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা কচ্ছে। না সাগরজী, সে এখনও রুদ্ধ আক্রোশে দিল্লীর সিংহাসনকে চূর্ণ করবার জন্য আশ্‌মান ফাটিয়ে চীৎকার কচ্ছে। প্রতাপের শয্যা—অনাবৃত পর্ব্বত-সানুদেশ; খাদ্য—ঘাসের রুটি বা বন্য কটুফল—রুক্ষ শরীরের উপর যৌবনে বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়েছে, তৈলবিহীন অবিন্যস্ত কেশরাশি ধূসর জটাজালে পরিণত, শতচ্ছিন্ন বসনের শতচ্ছিদ্রে দারিদ্র্য নিত্য প্রকাশিত বটে, কিন্তু মস্তক এখনও সেইভাবে উন্নত, দরাজ বক্ষে এখনও দেশপ্রেমের বহ্নিশিখা, আগ্নেয়গিরির ভীষণ উদ্গারের মত ঊর্দ্ধ-আকাশে আগুনের দাগ লাগাচ্ছে। এত অনশন, অর্দ্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু জ্বালাময় চোখ দুটি কি উজ্জ্বল!—নিদাঘ-ভাস্করের অঙ্গেও বুঝি তেমন জ্যোতিঃ নেই, অনলেও বোধ হয় তেমন দাহিকাশক্তি নেই।

পৃথ্বী। সম্রাট্ আকবর মহানুভব! দুরন্ত শত্রুরও তিনি গুণগ্রাহী।

আকবর। এ প্রতাপের গুণের ব্যাখ্যা নয় পৃথ্বীরাজ! যা সত্য, যা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, তাই বলচি। আমার গুপ্তচর যখন আত্মগোপন করে প্রতাপের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়, প্রতাপ তখন রাজসিংহাসনে বসে তার দুর্দ্ধর্ষ সর্দ্দারগণকে 'দুনা' বিলুচ্ছে।—

সাগর। রাজসিংহাসন জাঁহাপনা?

আকবর। সাগরজী যে চমকে উঠলেন? ভাবছেন যার মাথা গুজবার ঠাঁই নেই, তার আবার রাজসিংহাসন? তাই না?

সাগর। তাইত জাঁহাপনা!

আকবর। সে সিংহাসন মানব-হস্তের কারুশিল্পে রচিত নয়

সাগরজী! খোদাতাল্লার মেহেরবানিতে আরাবল্লীর পাষাণগাত্রে শ্যাম দূর্ব্বাদলে সে অপূর্ব্ব আসন রচিত ; সে দুর্লভ আসনে প্রতাপ উপবিষ্ট,— আরাবল্লীর শিখরের মতই মস্তক তার উন্নত, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ ঋজু।—

[কুর্ণিশ করিতে করিতে মানসিংহের প্রবেশ]

মান। সে মস্তক এবার নত হয়েছে, সে মেরুদণ্ড এবার ভেঙে পড়েছে জাঁহাপনা!

আকবর। এঁ্যা! মহারাজ! মানসিংহ! সে কি! কি খবর?

মান। সংবাদ শুভ জাঁহাপনা! মেবারের রাণা, দিল্লীর দরবারে কুর্ণিশ জানাতে আসছেন।

পৃথ্বী। বোনাই বলে জাঁহাপনাকে মহারাজ মানসিংহ ঠাট্টা কচ্ছেন?

মান। ঠাট্টা নয় মহারাজ! নির্ভেজ সত্য।

আকবর। সত্য? সাচ্চা বিলকুল মহারাজ? রমজান শেষ না হতেই ঈদের চাঁদ? একি সম্ভব?

মান। সম্ভব হয়েছে জাঁহাপনা। দিল্লীর তোরণদ্বারে রাণা প্রতাপের দূত আত্মসমর্পণ-পত্র নিয়ে হাজির।

আকবর। কৈ? কৈ? বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ডেকে নিয়ে এস। হুসেন,—বলাও?

জনৈক ওমরাও। যো হুকুম জনাব!

[কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান

পৃথ্বী। আমার বিশ্বাস হয় না জাঁহাপনা! সূর্য্য কি কখনও কক্ষচ্যুত হয়?

মান। আঘাতের মত আঘাত দিতে পারলে হয় বৈ কি রাজাজী!

পৃথ্বী। নৈসর্গিক ইতিহাসে, এ পর্য্যন্ত তার কোন সাক্ষী নেই।

[ওমরাওর সঙ্গে অখিলের প্রবেশ]

মান। দিল্লীর দরবারে কুর্ণিশ করে প্রবেশ করতে হয়। মেবারের রাণার দূতের কি আদব্-কায়দার কাণ্ডজ্ঞান নেই?

অখিল। কুর্ণিশ-প্রথা মেবারে অজ্ঞাত। ভবিষ্যতে আসতে হলে অম্বর থেকে তা শিখে আসব; কিংবা মহারাজ মানসিংহ সে প্রথায় যদি খুব অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তাঁর কাছেও শিখতে পারি।

মান। বেয়াদপ্, বেত্মিজ, বদখৎ,—

অখিল। আমি দিল্লীর মহামহিম সম্রাটের কাছে মেবারের দূত হয়ে 'আরজ্' নিয়ে এসেছি, বাইরের লোকে চোখ রাঙায় কেন? সম্রাটের সিংহাসনকে অতিক্রম করে কি এখানে তাঁর বোনাইদের আসন পাতা হয়েছে?

মান। চোপরাও বেয়াদপ্!

পৃথ্বী। আদাব্ করতে করতে আমরা যে আদপ্ অভ্যাস করেছি রাজাজী, এ মেওয়ারী তাতে অভ্যস্ত নয়। এরা বরাবর মাথা উঁচু করে রাখতে চায়।

আকবর। রাজপুতনার ঝগড়া আপনারা দিল্লীতে টেনে আনছেন কেন? তোমার কি আরজ্ দাও দেখি দূত!

[মস্তক ঈষৎ নত করিয়া অখিল প্রতাপের পত্রখানা সম্রাটের হাতে দিলেন

আকবর। [পত্র পাঠ করিয়া] খোদা! খোদা! তোমার মর্জি ফতে হোক! তুমিই সত্য, তুমিই সত্য। ডাক, রাজ্যের যত মৌলবী, মৌলানা, উলেমাগণকে! মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা হোক, মিনারে মিনারে আজান দিক্। এস, এস, সকলে মিলে দিল্লীকে উৎসব-মুখর করে তুলি, আন সারেঙ্গী, সেতার; গাও, নাচ, হাসি-আনন্দ, রোশনাই,—

পৃথ্বী। জাঁহাপনার এ অস্বাভাবিক উল্লাস দেখে, আমরা সকলে নিতান্ত উৎসুক হয়ে উঠেছি।

আকবর। আনন্দ কর, আনন্দ কর বুন্দীরাজ! আকবরের স্বপ্ন সফল আজ। দীর্ঘদিন পরে হিন্দুস্থানে এল ফিরে বিপুল শান্তি। এক মহামিলন এ যমুনার তীরে,—এক জাতি, এক প্রাণ, এক সাম্রাজ্য। এই নাও, মেবারের রাণার এ চিরস্মরণীয় পত্রখানা পাঠ করে দেখ। [পৃথ্বীরাজের হস্তে পত্র প্রদান] হুসেন, মেওয়ারী ইয়ে মুসাফেরকো বহুৎ বহুৎ ইনাম, খিলাত দেকে আচ্ছা করকে তোয়াজ করোহো।

জনৈক ওমরাও। যো হুকুম জনাব! বান্দা হুজুরকা মর্জি মাফিক কাম করেঙ্গে।

আকবর। যাও দূত, তোমাদের রাণাকে আমার গভীর সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে দিও। তাঁকে বন্ধু পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে কচ্ছি।

অখিল। জাঁহাপনার মেহেরবানি।

[মস্তক নত করিয়া ওমরাওর সঙ্গে প্রস্থান

পৃথ্বী। [পত্রপাঠ শেষ করিয়া] জাঁহাপনা, এ একটা জাল পত্র।

আকবর। জাল?

পৃথ্বী। হাঁ জাঁহাপনা! মহারাণা প্রতাপ এ পত্র লিখতে পারেন না।

আকবর। মোগল দরবারে একটা জালপত্র নিয়ে হাজির হওয়া একটা দুর্দ্দান্ত দুঃসাহসীর পক্ষেও সম্ভব নয়।

পৃথ্বী। কিন্তু এও কি সম্ভব জাঁহাপনা!—যে, প্রচণ্ড সূর্য্য জ্বলে পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে শূন্যে মিশে যাবে? হিমালয়ের গগনস্পর্শী শৃঙ্গ পদরজে ললাট-দেশ চর্চ্চিত করবে?

আকবর। পৃথ্বীরাজের মনের উদ্বেগ আমি সম্যক্ বুঝতে

পাচ্ছি। মহৎকে মহিমাচ্যুত হতে দেখলে সমবেদনায় দরদীর চোখ যে আর্দ্র হয়ে উঠে, একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রতাপের সঙ্গে যুদ্ধের পর যুদ্ধে আমি জয়ী হয়েছি সত্য, কিন্তু এতে আমি কোন গর্ব্ব অনুভব করতে পারিনি; মনে হয়েছে, সে যেন কত উর্দ্ধে, কত দূরে,—আমার আয়ত্তের কত বাইরে! প্রতাপের এ পত্র পেয়ে আজ আমার মনের সে অবসাদ কেটেছে।

পৃথ্বী। কিন্তু জাঁহাপনা! আমার মনের সন্দেহ আমি কিছুতেই ঘুচাতে পাচ্ছি না। প্রতাপকে আমি জানি।

মান। আমিও জানি।

পৃথ্বী। কি জানেন আপনি? জানবার মত হৃদয় কোথায় আপনার? মনে করেছেন প্রতাপ কুর্ণিশ করতে দিল্লীর দরবারে প্রবেশ করবে? মনে করেছেন মেবারের কুলবধূরা এসে নৌরোজার উৎসবে রূপের মেলা বসাবে? মহারাজ মানসিংহ! প্রতাপ সারা মেবারকে আবার শ্মশান করতে পারে, কিন্তু তার স্বাধীনতার বিক্রয়-মূল্য দিয়ে তাকে মর্ম্মর-নগরী করা প্রতাপের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। মহারাজ, রাজবারার ক'টা প্রাণ স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ হয়েছে? প্রতাপের দেশে যারা এজন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, তাদের উপবীতের পরিমাণ সাড়ে চুয়াত্তর মণ যে হয়েছিল তা আপনি না জানতে পারেন, জাঁহাপনা নিশ্চয় জানেন।

আকবর। পৃথ্বীরাজের সব কথা সত্য বটে, কিন্তু মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে; জীবনে এমন একটা দুর্য্যোগ-মুহূর্ত্ত আসে যখন তার বহুদিন-রক্ষিত সঙ্কল্পকে ভেঙে-চুরে ছারখার করে দেয়।

পৃথ্বী। আমি একখানা পত্র প্রতাপের কাছে লিখে এ পত্রের সত্যতা পরীক্ষা করতে চাই।

আকবর। বেশ, বেশ, আপনি পত্র লিখুন, আমরা অতিথির অভ্যর্থনার জন্য আনন্দ-আয়োজন করিগে।

পৃথ্বী। [পত্র লেখা শেষ করিয়া] পত্রখানা পড়ে দেখবেন জাঁহাপনা?

আকবর। এরি মধ্যে পত্র শেষ হয়ে গেল?

পৃথ্বী। দশ-বারটা ছত্র, নিন জাঁহাপনা।

আকবর। [পত্র পাঠ করিয়া] বাঃ বাঃ! গজনীর কবি ফেরদৌশী যে আপনার কাছে হার মেনে গেল! চিতোর চাঁপাফুল, প্রতাপ তার সৌরভ, আর আমি হলেম যে, ফুল্ল ফুলমধু-লুব্ধ মধুকর!

পৃথ্বী। জাঁহাপনার মত মধুকর আজ এ হিন্দুস্থানে কে? সারা ভারতের মধু আজ দিল্লীর মৌচাকে সঞ্চিত।

আকবর। কবিকে কবিতার জন্য ইনাম দেব।

মান। প্রতাপ কি নজর দেয়, আগে দেখুন।

আকবর। সে দেবে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা,—আমি দেব পেয়ার, ছাতি উজাড় করে; হিন্দু মুসলমানের দুটি হিয়ার আলিঙ্গনের মধ্যে গড়ে উঠবে একটা বেহেস্ত, এ ভারতে পবিত্র মক্কার জেম্‌জেমের পানির সঙ্গে মিশে যাবে বারাণসীর ভাগীরথীর জলরাশি, এ তীর্থজলে স্নান করে জাতি হবে পবিত্র। আসুন, সকলে মিলেমিশে এ মহাতীর্থ রচনা করিগে।

———

চতুর্থ দৃশ্য

সন্ধ্যা। দীপমালা, পতাকায় সজ্জিত দিল্লীর রাজপথে আনন্দবিহ্বল নাগরিক ভিড় করিয়া পথ চলিতেছে; তোরণে তোরণে শানাইতে সাহানার আলাপ। নানা বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হইয়া নৃত্যশীল বালকগণ নাচিয়া, গাহিয়া, বংশীধ্বনি তুলিয়া চলিয়াছে। একদল বঙ্গদেশীয় বালক বৃন্দাবনের রাখালদের বেশে গাইতে গাইতে প্রবেশ করিল, তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে সম্রাট্ আকবর, মানসিংহ প্রভৃতি মোগল-সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন। বালকেরা গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।—

ঐ বুঝি আসে শ্যামরায়।
ঐ রুণ্ রুণ্ ঝুনু ঝুনু
নূপুর শোনা যায়।
ঐ বাজে মোহন মুরলী,
ভেসে আসে ঐ যমুনা-কাকলী,
হের হের কুঞ্জ উঠিল উছলি'
বিলোল জোছনায়!
বুঝি সে নিঠুর শঠ
ছোড়েস চাতুরী কপট
মুগরি' তাই যমুনা-তট
বাঁশরী বাজায়।

মান। জাঁহাপনা! এ খাঁটি বাঙলার গান, চমৎকার! মহারাজ তোডরমল্লের আমদানী এরা, জাঁহাপনার রাজস্ব-সচিব সব দিকে সব্যসাচী।

আকবর। আপনাদের বৃন্দাবনের প্রেমের ঠাকুরের গোলাপী পিরীত বহুৎ মিঠা মহারাজ! যমুনার জলপ্রবাহে স্নেহ, প্রেম, প্রীতির যে লহরী

উজান বয়ে চলেছে, সে লহরীর ললিত লীলার মত তেমন তরঙ্গ-লীলা দুনিয়ার কোন জলরাশির সৌভাগ্যে হয়নি, সে দুর্যোগ-রাত্রির অন্ধকারে, মথুরার কারাগারে স্বর্গের যে মোসাফের এসেছিল, সে সত্যই এ হিন্দুস্থানকে প্রেমের বেহেস্ত করে তুলেছে।

পৃথ্বী। মেওয়ারের যে অতিথি দিল্লীতে আসছেন, জাঁহাপনার আয়োজন দেখে মনে হয় তিনিও দিল্লীকে দিলখোস-বাগ গড়ে তুলবেন।

মান। গড়ে তুলবেন বলেইত জাঁহাপনা তাঁকে বেঁধে রাখবার জন্য বাদশাহী কামারশালায় ইস্পাতের নূপুর গড়তে দিয়েছেন।

আকবর। এ আনন্দের দিনে আল্‌গা কথা বলবেন না মহারাজ! প্রতাপের সঙ্গে পেয়ার করবার জন্য আমি ভালবাসা-মাখানো দুটি বাহু প্রসারিত করে রেখেছি।

মান। কিন্তু বলে রাখছি জাঁহাপনা! প্রতাপ এলে দুজনে এক শানকীতে বসে বাদশাহী খানা খাব! এ মেহেরবানী বান্দাকে করতেই হবে জনাব!

আকবর। বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! বাদশাহী বাবুর্চি আজাদ মিঞার ললাটে চন্দনের ছাপ মেরে তাকে অযোধ্যা ঠাকুর বলে চালিয়ে দেব; সে মাথায় নামাবলীর পাগড়ী বেঁধে, খাঁটি গঙ্গাজলে জাফরাণ পেস্তা বাদাম দিয়ে পোলাও বানাবে; তাতে জাতের জন্য আপনাকেও হুঁসিয়ারি হামেসা করতে হবে না, প্রতাপকেও জাতের ভয়ে হাত তুলতে হবে না। হা-হা-হা! কি ঠুন্‌কো আপনাদের জাত মহারাজ? যখন তখন যে-সে এসে মেরে দেয়? আমরা গোরুর গোস্ত গিলে বেহেস্তের পথ করি, আপনারা গোবর গিলে গুণার প্রায়শ্চিত্ত করেন। একটা জানোয়ার, দুটি চিজ্‌ দিয়ে দুটি জগতের আখেরের হিল্লে করে দিচ্ছে! কি চমৎকার ব্যবস্থা!

মান। জাঁহাপনার প্রেমের দরিয়ায়, হিন্দুর জাত-ধর্ম্ম সব ভেসে যাচ্ছে, ক্ষুদ্র প্রতাপ মুঠো মুঠো জাত্যভিমানের বালি এনে এ বেগবান্ স্রোতমুখে চাপা দিচ্ছিল। পাগল, পাগল! বদ্ধ পাগল!—হাতে-পায়ে শিকল দিয়ে এ পাগলকে বদ্ধ করুন।

ওমরাওগণ। সাচ্ বাত্! সাচ্ বাত্! জাত জাত করকে বিলকুল দেয়া না হোগ্যয়া মেওয়ারী রাজা!

মান। আজ দন্তে তৃণ নিয়ে দিল্লীর মসনদকে কুর্ণিশ জানাতে আস্‌ছে।

আকবর। প্রতাপ আপনাকে 'হুনা' দেয়নি বলে আপনার দিল্‌মে দরদ লেগেছে, না? কুচ্ পরওয়া নেই। এক শানকীতে খেতে বসে আপনিই প্রতাপকে 'হুনা' দেবেন। সে ব্যবস্থা আমি কচ্ছি।

মান। [উচ্চৈঃস্বরে] দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।

আকবর। বহুৎ আচ্ছা রাজাজী! এখন চলুন দিল্লীর মোসাফেরের জন্য কি খানা বানাব, তার একটা ফন্দ করিগে!

[আকবরের অনুগমন করিয়া সকলের প্রস্থান

— · —

পঞ্চম দৃশ্য

নিভৃততম বন-প্রান্তর। অদূরে আরাবল্লী পর্ব্বতের শিখর দেখা যাইতেছে আব্‌ছায়ার মত। রাত্রি অবসানপ্রায়, অন্ধকার কিন্তু স্বচ্ছ হয়নি। একটা নব কিশলয়-খচিত নিম্ববৃক্ষের কাণ্ডে হেলান দিয়া প্রতাপ বসিয়া আছেন। বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি তাঁর দীপ্ত চোখ দু'টিকে অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সে-চোখের পানে চাইলে তিনি জাগ্রত কি তন্দ্রাচ্ছন্ন, কিছুই বুঝা যায় না। তাঁহার পার্শ্বে সর্দ্দার জগৎ সিংহ একখণ্ড উপল উপাধান করিয়া অর্দ্ধশায়িত। চোখে নিদ্রার লেশমাত্র নাই। একটা দারুণ উৎকণ্ঠা চোখে মুখে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। অমরসিংহ হঠাৎ প্রবেশ করিয়া ডাকিল,—

অমর। বাবা! বাবা!

প্রতাপ। [যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া] এঁ্যা ভেঙে দিলি?—ভেঙে দিলি?—দীর্ঘ রজনীর জাগরণক্লান্ত চোখের উপর কি সুন্দর স্বপ্ন রচিত হচ্ছিল অমর! ভেঙে দিলি?

অমর। দিল্লী হতে সর্দ্দার অখিল ফিরে এসেছেন বাবা!

প্রতাপ। ফিরে এসেছে অখিল? হাতে তার লৌহশৃঙ্খল দেখলি ত?—মেবারের রাণাকে বন্দী করবার জন্য দিল্লীর বাদশা পাঠিয়েছেন?

অমর। সাধ্য কি? কত দীর্ঘ শৃঙ্খল বাদশার আছে যে আমার বাবার মত বিরাট পুরুষকে বন্দী করবে?

প্রতাপ। সত্য বলেছিস পুত্র! দিল্লীর কারাগারে এমন শৃঙ্খল নেই যে আমায় বাঁধে, শস্ত্রশালায় হেন অস্ত্র নেই যে আঘাত করে। স্বপ্নে আমি মার দেখা পেয়েছি, স্বপ্নে মা আমায় আশীর্ব্বাদ করে গেছেন। আমার মা আছে, আমার মা আছে। মা ভৈঃ, মা ভৈঃ জগৎ,—আরাবল্লীর শিখরের পানে চেয়ে দেখ,—কি অন্ধকারে আচ্ছন্ন! স্বপ্নে মা আমায় ঐ শিখরের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন।

জগৎ। কি স্বপ্ন মহারাণা ?

প্রতাপ। বড় ভয়ঙ্কর, বড় সুন্দর স্বপ্ন সর্দ্দারজী! ঘোর তমিস্রা-রজনী! কাঁপে অন্ধকার থর থর, নাচে প্রেতদল তাথিয়া তাথিয়া,—বিকট দশনা বিবসনা ফিরে ডাকিনী-যোগিনী, ফুৎকারে ফুৎকারে জ্বালি' আঁধারের বুক চিরে আলেয়ার আলো; গর্জ্জে করাল কঙ্কাল-করোটি হাহাকার তুলি' মৃত্যুর নিশ্বাসে নিশ্বাসে! স্তব্ধ কোটি তারা বিস্ময়ে চেয়ে আছে বীভৎস পৃথিবী-পানে। প্রলয়-আলস্যে নেচে নেচে ধেয়ে চলে উন্মাদিনী, উপাড়ি' হিমাদ্রি-শৃঙ্গ, পদতলে মর্দ্দিত করি' উদ্ধত মহাসিন্ধু, তুলি' ঝড়, হানি' রক্তের বাদল দিশে-দিশে। চীৎকারে আকাশ ফাটিয়ে ডাকলাম,—মা, মা, মা! হৃদয়ের রক্ত-কমলে এল নেমে মার রক্তরাঙা চরণ দুখানি। বলি দিলেম নৃমুণ্ডমালিনীর চরণমূলে রক্তরাঙা অসংখ্য নরমুণ্ড। মা হলেন প্রসন্না;—বরাভয়-কর তুলি' মাথার উপর বর্ষিলেন পরিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ।

জগৎ। অদ্ভুত স্বপ্ন মহারাণা!

প্রতাপ। তারপর আকাশ ও ধরণীর রূপ গেল বদলে।—নবারুণ দ্যুতি-সমুজ্জ্বল মেঘের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়ল মায়ের হাসি। সোনালী উৎসবে শ্যামা ধরিত্রী হ'ল প্রফুল্লা। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ভরা এ প্রদীপ্ত প্রসন্নতার মধ্যে নবীন রূপে আবার দেখা দিলেন নবযৌবনা মা আমার:—তপ্তকাঞ্চনবর্ণা শ্যামা সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্!—

[অখিলের প্রবেশ]

অখিল। আমি ফিরে এসেছি মহারাণা!

প্রতাপ। এসেছ? কৈ? বাদশার শৃঙ্খল কৈ?

অখিল। বাদশা ত শৃঙ্খল পাঠাননি মহারাণা! তিনি ভালবাসার নিগড় দিয়ে আপনাকে বাঁধবার বিরাট আয়োজন কচ্ছেন।

প্রতাপ। ভালবাসার নিগড়? ওঃ হোঃ! সে যে লৌহ-নিগড়ের চেয়েও নিষ্ঠুর! সে শুধু হাতে-পায়ে বেড়ি লাগায় না,—বুকের পাঁজর, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড পিষে পিষে চূর্ণ করে দেয়। দেখছ না অখিল, এ নিগড়ে বদ্ধ হয়ে রাজবারার রাজা-মহারাজারা কেউ ঋজু হয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছে না, তবু কি আনন্দে বার বার সে শৃঙ্খল চুম্বন করে নিজেকে কৃতার্থ মনে কচ্ছে!

অখিল। বিকানীর মহারাজের ভ্রাতা রাজা পৃথ্বীসিংহ এ পত্রখানা আপনাকে দিয়েছেন মহারাণা! [পত্র প্রদান]।

প্রতাপ। কি পত্র? তাঁর মত দিল্লীর সোনার খাঁচায় থাকবার আমন্ত্রণ-পত্র বুঝি? আলো জাল দেখি জগৎ!

জগৎ। বোধ হয় তাই হবে।

(প্রদীপ জ্বালিয়া প্রতাপের সম্মুখে ধরিল)

প্রতাপ। [পত্র পাঠ করিতে করিতে] এঁ্যা! এ ত পত্র নয় অখিল! তোমাদের রাণার হিম-রক্তকে গরম করবার জন্য এক ঝলক আগুন পাঠিয়েছে পৃথ্বীরাজ!—অগ্নিগর্ভ ভীষণ একটা বিস্ফোরক! এত আগুন তোমার বুকে লুকানো ওগো মোগল বন্দীশালার বুলবুল্? সাম্রাজ্য-গর্ব্বিত সম্রাটেরা মনে করে,—কারাগারের অন্ধকারে স্বাধীনতাকে গলা টিপে হত্যা করা যায়; মূর্খেরা বোঝে না যে, তরল অগ্নিভরা প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরির মত স্বাধীনতার বুকেও গলিত বহ্নি অহর্নিশি টগ্‌বগ্ করে ফুট্‌ছে আসন্ন প্রলয়ের অপেক্ষায়।

জগৎ। পৃথ্বীরাজ কি লিখেছেন পত্রে মহারাণা?

প্রতাপ। আমার নাড়ী টিপে দেখ ত জগৎ,—শিথিল এ শিরার হিম-রক্তে আগুন ধরেছে কিনা? কি তরল অগ্নি-সুরা পত্রের ছত্রে ছত্রে ঢেলেছে পৃথ্বীরাজ!

(উচ্চৈঃস্বরে পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন)—

"মাতৃমন্দিরের হে মহামহিম পূজারি!
নিজের পাগড়ী কারও কাছে তুমি নত করনি,
শাহী ঝরোকার নীচে কোনদিন তুমি দাঁড়াওনি,
তোমার ঘোড়া বাদশাহী মসনদের দাগে কখনও লাঞ্ছিত হয়নি,
হে নীল ঘোড়ার আসোওয়ার! মস্তক নত করে
আজ কি দিল্লীর তোরণ দ্বার অতিক্রম করবে?

জগৎ। কখনও না, কখনও না।

প্রতাপ। "আকবররূপী ঘোর অন্ধকারে সমস্ত হিন্দু আজ নিদ্রিত,
জাগ্রত প্রহরী একমাত্র দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ।
সে সচেতন প্রহরী কি আজ চেতনা হারাবে?
আকবররূপী অতল অর্ণবগর্ভে হিন্দু ডুবেছে,
ভেসে আছে শুধু অমল শুভ্র প্রস্ফুট-কমল প্রতাপ!
সে কমলদল কি শিশিরাঘাতে আজ ঝরে পড়বে?

জগৎ। শত ঝঞ্ঝায় যে ফুল ঝরেনি, শত ঢেউয়ের আঘাতে ছিঁড়েনি যে মৃণাল—

প্রতাপ। শোন জগৎ,—
"চিতোর চাপাফুল, প্রতাপ তার সৌরভ,
আকবররূপী লুব্ধ ভ্রমর মধু-লোভে মত্ত;
আজ কি দিল্লীর দ্বিরেফ সে অনাঘ্রাত চাঁপার মধু লুটে নেবে?

নৌরোজার দিলখোস-বাগে অনেক রাজপুতানীর
নূপুর-শিঞ্জিনী শোনা গেছে ; কিন্তু কোনও
মেওয়ার-মহিলার চরণপদ্মের অলক্তকরাগ
তার কুসুমাস্তীর্ণ পথের পুষ্প-পরাগের সঙ্গে সংসক্ত হয়নি।
সে তেজস্বতী মেবার-সতীরা এসে কি দিল্লীর
আনন্দ-মেলায় রূপের মেলা বসাবে ?

জগৎ। কখনও না, কখনও না। মোগলের কামানের আগুনে মেবার যদি পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়, যাক্।

প্রতাপ। ওঠ জগৎ, অবসাদ ঝেড়ে,—চল অখিল, ভয় পেও না বজ্রের বহ্নিশিখায় আকাশ পুড়ছে বলে। চোখের জল ফেলিস না অমর, —আরাবল্লীর ঐ ধূম্র শিখরের পানে চেয়ে। মায়ের পূজা যদি সাঙ্গ করতে পারি, ঐ বিষণ্ণ ম্লান শিখর আবার নবোদিত সূর্য্যের হেমকিরণে ঝল্‌মল্ করে উঠবে।

অমর। মায়ের মন্দিরের পথ যে অবরুদ্ধ বাবা!

প্রতাপ। হোক অবরুদ্ধ, তার জন্য দুঃখ করিস না। আরাবল্লীর অপর প্রান্তে মায়ের পূজার পীঠস্থান গড়ে তুলব। মাতৃপূজার আবার স্থান-কাল কি রে ? মেবার ছেড়ে এ সিন্ধুনদের তীরে এসেছি ; এখান থেকে যে মন্ত্র ধ্বনিত করে তুলব, সেই মন্ত্রেই মাতৃভক্ত সকল সন্তান উচ্চকিত হয়ে উঠবে।

[মন্ত্রী ভামশার প্রবেশ]

ভামশা। কেন মহারাণা ? শত শতাব্দীর ভক্তিস্নাত মাতৃপূজার পুণ্য পীঠস্থান পরিত্যাগ করে কোন্ অজ্ঞাত-জগতে মায়ের পূজার আয়োজন করবেন মহারাণা ?

প্রতাপ। কি করব? এত রক্ত ঢালছি, তবু ত স্বাধীনতার সিদ্ধপীঠে মার পূজা শেষ করতে পারলেম না মন্ত্রি!

ভাম। মেবারের এ দীন সেবক, তার সেবাধর্ম্মার্জ্জিত বহুদিন সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ্ কপর্দ্দক শূন্য করে মাতৃপূজার জন্য মহারাণার করে সমর্পণ কচ্ছে; এ অর্ঘ্য নিয়ে মায়ের মন্দিরে ফিরে যেয়ে নবীন তন্ত্রে আবার পূজা আরম্ভ করুন মহারাণা।

[মন্ত্রী ভামশা রাশীকৃত সম্পদ মহারাণার সম্মুখে রাখিলেন]

প্রতাপ। এঁ্যা! একি আমি স্বপ্ন দেখছি না ত? মেবারের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্থবির মন্ত্রী কি সত্যই অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে এখানে উপস্থিত? বিকারের ঘোরে আমার মাথা বিগড়ায়নি ত? আমার চোখে মরু-মরীচিকার সোনালী মোহ লাগেনি ত?

ভাম। কত দুর্ব্বার ঝঞ্ঝা, কত প্রচণ্ড প্রলয় বারবার আঘাত করেও যাঁর মস্তক এতটুকু টলাতে পারেনি, তাঁর মাথা কি কখনও বিগড়ায়? মহারাণা! মার যে তৃষ্ণা এখনও মেটেনি, যে পূজা এখনও সাঙ্গ হয়নি, আসুন সে তৃষ্ণা মিটাইগে, সে পূজা সাঙ্গ করিগে।

প্রতাপ। মা, মা! কৈ মা? কোথা মা? এ প্রলয় রাত্রির অমানিশায় তোর রক্ত-চরণের আঘাতে যুগ-যুগ সঞ্চিত কাপুরুষতা স্বার্থ-পরতা—সবকে দলে-পিষে রেণু রেণু রূপে চূর্ণ করে চলে আয় মা! বহু বন্ধনে নিষ্পেষিত, বহু দুঃখে জর্জ্জরিত জাতি; দে মা! তোর ভীম খড়্গাঘাতে সে বন্ধন ছিন্ন করে, তোর কল্যাণ-কর বুলিয়ে সে দুঃখ মুছে দে মা! মোদের শিরা-উপশিরার উষ্ণ রক্তে নাচন লেগেছে;—তুইও আয় মা নেচে নেচে শ্রীভ্রষ্ট ভারতের ভয়াবহ এ দগ্ধ শ্মশানে;—

অমর। রাত্রি প্রভাত হয়ে এল বাবা!

প্রতাপ। প্রভাতের আশায় পশ্চাৎ পানে ফিরে তাকাসনে অমর! কোথায় প্রভাত? ঘনিয়ে উঠেছে আকাশে, ভুবনে অন্ধকারের ঘনঘটা, প্রলয় আসন্ন। কালরাত্রির কুহু অমাবস্যার এ দুর্যোগে দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ,—আকাশে,—

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার গরজিছে ঘূর্ণ্য বায়ু-বেগ,
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়, ঘোররূপা হাসিছে দামিনী।
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা-মাখা গায়,
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর, দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়!
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপে প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
মাগো! তুই প্রলয়-রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।

ভামশা। তোমার বুকফাটা চীৎকারে চিতোরের চিতাভস্ম হতে আজ মৃতও সাড়া দিচ্ছে মহারাণা! অধীনতার যে অন্ধ প্রাচীর মেবারের চারিদিকে মাথা চাড়া দিচ্ছে, পদাঘাতে তাকে ধূলিসাৎ করে ছুটবার জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণ চঞ্চল আজ। ওঠ, ওঠ, চল,—স্বাধীন মোদের মেবার, স্বাধীন মোদের প্রাণ, স্বাধীনতার তরে করব রক্তদান।

[গাহিতে গাহিতে চারণদল সহ শঙ্করের প্রবেশ]

বিশ কোটি সন্তান
ডাকে যারে জননী !
তারে করিবে বন্দিনী
কোন্ কারাগার ?
স্তব্ধ নিশার,
কেটেছে আঁধার,
দীপ্ত কিরণ-ধার
স্বাধীন সবিতা
ঢালিছে আবার ।
ওঠে কোটি কণ্ঠে
মরম-উপকণ্ঠে,
মুক্তির গান,
মরণ চরণ-লীন
শঙ্কা-বিহীন
ধায় কোটি কোটি প্রাণ
উঠেছে সন্তান,
ছুটেছে সন্তান
টুটেছে শৃঙ্খল-ভার ।

যবনিকা